ইমাম সালিহ আল-ফাওজানের ফিকহের কিতাব থেকে সতর্কীকরণের অযৌক্তিকতা এবং আহলেহাদিসদের ফিকহের স্বরূপ

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা

বিষয়সূচি

অবতরণিকা 3

[১] ইমাম সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহর বইয়ের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগটা কী? 5

[২] ইমাম ফাওজান কি তাকলিদকারী হাম্বালি? 6

শাইখ সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ মাজহাবের ওপর ভিত্তি না করে বিশুদ্ধ দলিলের আলোকে মত দেন — এ কথার প্রমাণ 7

উলামাগণ যদি দলিল অনুযায়ীই কথা বলেন, তাহলে মাজহাবের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেন কেন? 10

মাজহাবের ফিকহি কিতাবগুলো বাদ দিয়ে আমরা নতুন করে ফিকহের কিতাব তৈরি করছি না কেন, যেই কিতাবের ওপর সকল আহলেহাদিস একমত থাকবেন? 11

[৩] মাজহাবের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্তকারী উলামাগণের ব্যাপারে একজন সালাফি মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত? 13

‘মাজহাবের পরিচয়ে নিজের পরিচয় দেওয়া যাবে না’ মর্মের সংশয় ও তার নিরসন 15

[৪] নামাজে নারীদের সিজদা দেওয়ার পদ্ধতি বিষয়ে সুন্নাহপন্থি উলামাদের মতভেদ 18

[৫] সুন্নাহপন্থি উলামাদের মতভেদে কোনো একটি মত অনুসরণ করা ব্যক্তিকে তিরস্কার ও বর্জন করার বিধান 22

[৬] কীসের ভিত্তিতে ইমাম ফাওজানের ফিকহ আহলেহাদিসদের ফিকহ নয়? আহলেহাদিসদের ফিকহের স্বরূপ কী? 24

[৭] দেশের আহলেহাদিস জনসাধারণের কাছে ‘আহলেহাদিস-খ্যাত’ দায়ি ও উলামাদের ফিকহে এবং ফিকহের মূলনীতিতে সৃষ্ট মতভেদ 34

[৮] সুন্নাহপন্থি উলামাদের মধ্যকার মতভেদপূর্ণ বিষয়ে একজন সাধারণ মুসলিমের কর্তব্য 42

[৯] ইমাম সালিহ আল-ফাওজান কি মূলধারার আহলেহাদিস নন? 45

অবতরণিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্প্রতি “আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ” আয়োজিত তাবলীগী ইজতেমায় একটি সালাফি প্রকাশনীর বুকস্টল বসাতে দেওয়া হবে না মর্মের একটি সংবাদ নিয়ে সালাফি কমিউনিটিতে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রকাশনীর প্রোপাইটরের ভাষ্য মোতাবেক, বুকস্টল দিতে না দেওয়ার কয়েকটি কারণের মধ্যে একটি হলো ইমাম সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহর একটি কিতাব; যেই কিতাবে নাকি আহলেহাদিসদের ফিকহের বিপরীত ফিকহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। বুকস্টল যদি কেউ নিজের টেরিটোরিতে দিতে না দেয়, সেটা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। এজন্য এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না। কিন্তু স্টল বসাতে না দেওয়ার কারণ হিসেবে যখন এরকম ভয়ানক কথা বলা হয় এবং এমন অন্যায্য অতিরঞ্জনমূলক কথার পক্ষে সাফাই গান কতিপয় আহলেহাদিস ব্যক্তি, তখন এ বিষয়ে কথা না বললেই নয়। কারণ আজকে ইমাম ফাওজানের বই বাতিল করা হচ্ছে, আগামী দিনে আরও সালাফি ইমাম ও উলামাদের কিতাবকে ভাওতাবাজি কথা বলে বাতিল করা হবে।[1]

আমি আলোচনার শুরুতেই বলে রাখি, আহলেহাদীছ আন্দোলনের আমীর ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার আমাদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র, অন্যান্য সালাফি দায়ির মতো তাঁকেও আমরা সম্মান করি, কিন্তু অন্ধ অনুকরণ করি না। তথাপি স্যার এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আদৌ জানেন কিনা, সেটাও আমরা জানি না। তাই এই নিবন্ধের আলোচনা তাদের খণ্ডন হিসেবেই প্রযোজ্য হবে, যারা এ ধরনের অজ্ঞতাপূর্ণ বাড়াবাড়িমূলক কথা বলেন কিংবা এমন কথা সমর্থন করেন। দ্বিতীয়ত, আমরা কোনো সংগঠনের কিংবা নির্দিষ্ট শাইখকেন্দ্রীক দলপাকানো গোষ্ঠীর লোক নই। আমরা এই নিবন্ধ লিখছি, সুন্নাহর একজন ইমাম সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ ও তাঁর সমমনা উলামাদের ডিফেন্সে। কারণ ওয়াল্লাহি, আমি সুন্নাহপন্থি উলামাদেরকে প্রচণ্ড সম্মান করি, আমার শ্রদ্ধেয় পিতামাতার চেয়েও তাঁদের অনুসরণ করাকে জরুরি জানি; কারণ উলামাগণ উলুল আমর। ইমাম

---

[1] পরবর্তীতে আমরা জেনেছি, আলোচ্য বইটি আহলেহাদীছ আন্দোলনের সম্মেলনের স্টলগুলোতে বিক্রি হয়েছে। অফিসিয়ালি এটার অনুমোদন ছিল, না আনঅফিসিয়ালি বিক্রি করা হয়েছে, তা আমাদের জানার বাইরে। তাঁরা যদি অফিসিয়ালি অনুমোদন দেন, তবুও আমাদের এই খণ্ডনমূলক লেখা অযৌক্তিক নয়। কারণ এখানে তাদের খণ্ডন করা হয়েছে, যারা দাবি করছে, ইমাম ফাওজানের ফিকহের কিতাব আহলেহাদিস সমাজে প্রচার করা যাবে না। আর এমন দাবিদারদের কয়েকজনকে আমরা দেখেছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তালাশ করলে এরকম দাবিদার আরও অনেক বের হবে, যারা ইমাম ফাওজান-সহ আরব বিশ্বের আরও অনেক উলামার কিতাবের ব্যাপারে এই মনোভাব পোষণ করে। ওয়াল্লাহুল মুস্তাআন।

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বিশুদ্ধ দলিলের আলোকে জানিয়েছেন, পিতামাতার অনুসরণের চেয়েও উলামাদের অনুসরণ বড়ো ফরজ।[2]

আমাদের আলোচনার পয়েন্টগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। তারপর সেগুলোর বিশদ বিবরণ ক্রমান্বয়ে আলোকপাত করব, ইনশাআল্লাহ। আমাদের আলোচনার পয়েন্টসমূহ :

১. ইমাম সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহর বইয়ের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগটা কী?

২. ইমাম ফাওজান কি তাকলিদকারী হাম্বালি?

৩. মাজহাবের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্তকারী উলামাগণের ব্যাপারে একজন সালাফি মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?

৪. নামাজে নারীদের সেজদা দেওয়ার পদ্ধতি বিষয়ে সুন্নাহপন্থি উলামাদের মতভেদ

৫. সুন্নাহপন্থি উলামাদের মতভেদে কোনো একটি মত অনুসরণ করা ব্যক্তিকে তিরস্কার ও বর্জন করার বিধান

৬. কীসের ভিত্তিতে ইমাম ফাওজানের ফিকহ আহলেহাদিসদের ফিকহ নয়? আহলেহাদিসদের ফিকহের স্বরূপ কী?

৭. দেশের মুষ্টিমেয় আহলেহাদিস জনসাধারণের কাছে গৃহীত আহলেহাদিস দায়ি ও উলামাদের ফিকহে এবং ফিকহের মূলনীতিতে সৃষ্ট মতভেদ

৮. সুন্নাহপন্থি উলামাদের মধ্যকার মতভেদপূর্ণ বিষয়ে একজন সাধারণ মুসলিমের কর্তব্য

৯. ইমাম সালিহ আল-ফাওজান কি মূলধারার আহলেহাদিস নন?

মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমি সুপ্রিয় পাঠক ভাই ও বোনের উদ্দেশ্যে বলছি, শাইখ সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহর ব্যাপারে এই ডিফেন্সিভ লেখা সেসব আলিম ও তালিবুল ইলমের ডিফেন্স হিসেবেও প্রযোজ্য হবে, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, *‘তিনি অমুক মাজহাবের আলিম বা তালিবুল ইলম, তাই তিনি ফিকহে আহলেহাদিস নন।’* কারণ বারবার আমরা একেকজন আলিমের নাম ধরে ধরে তো এরকম প্রবন্ধ লিখতে পারি না। আর শাইখ ফাওজানের বিরুদ্ধে যেই আপত্তি পেশ করা হয়েছে, তা যে অন্য সালাফি শাইখদের বিরুদ্ধে পেশ করবে না সমালোচকরা, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই চিন্তাভাবনা করে সমঝদারির সাথে এই লেখা পড়বেন। ওয়া বিল্লাহিত তাওফিক।

---

[2] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***আলামুল মুওয়াক্কিয়িন আন রব্বিল আলামিন,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আজমাল আল-ইসলাহি (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ২য় প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৪।

[১] ইমাম সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহর বইয়ের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগটা কী?

ইমাম সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহর লেখা কিতাবটির নাম— *“তাম্বিহাতুন আলা আহকামিন তাখতাসসু বিল মুমিনাত”।* বাংলা অনুবাদের নাম দেওয়া হয়েছে— *“মুমিন নারীদের বিশেষ বিধান”,* যেটা ‘আলোকিত প্রকাশনী’ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইটি বিক্রি করতে দেওয়া যাবে না, কিংবা কোনো আহলেহাদিস এই বই পড়তে পারে না — এমন সব দাবির পেছনে মূল অভিযোগটা কী? আমি বিভিন্নজনের আলোচনা থেকে যা বুঝলাম, শাইখ ফাওজানের বইয়ের বিরুদ্ধে এদের অভিযোগ হলো— *নারীরা রুকু-সিজদায় পুরুষদের মতো হস্তদ্বয়কে প্রসারিত না করে জড়সড় হয়ে থাকবে* – এমন বিধান সাব্যস্ত করা হয়েছে উক্ত বইয়ে। তাদের বক্তব্য মোতাবেক, যেহেতু আমাদের দেশে আহলেহাদিসদের ফিকহ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে, নারীরাও পুরুষদের মতোই রুকু-সিজদা দেবে, সেহেতু এই বই আহলেহাদিসদের ফিকহ-বিরোধী; এই বই বিক্রি করা চলবে না এবং পড়াও যাবে না।

আরেকটি অভিযোগ হলো, বইয়ের লেখক শাইখ ফাওজান হলেন হাম্বালি! সুতরাং হাম্বালি লেখকের লেখা ফিকহ কোনো আহলেহাদিস সন্তান পড়তে পারে না! অনেক সালাফি-আহলেহাদিস ভাই এসব কথা শুনে ধোঁকায় পড়ে যান, ‘আরে তাইতো! এঁদের কথাই তো ঠিক! শাইখ ফাওজান বিরচিত ফিকহের বই পড়া ঠিক হবে না!’ তাই এ বিষয়ে সঠিক ধারণা রাখা জরুরি। আমরা পর্যায়ক্রমে এসব ভুল ধারণা ও অভিযোগের অপনোদন করব, ইনশাআল্লাহ। নারীদের রুকু-সিজদা বিষয়ক বিধানটির আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা এটা জেনে নিই যে, ইমাম সালিহ আল-ফাওজান কি হাম্বালি মাজহাবের ব্যক্তি, যিনি কিনা দলিলের বিপরীতে হাম্বালি মাজহাবের রায়কে প্রাধান্য দেন?!

[২] ইমাম ফাওজান কি তাকলিদকারী হাম্বালি?

আমি আমার অনুসন্ধানে শাইখের এরকম স্পষ্ট বক্তব্য শুনিনি বা তাঁর বইতে পড়িনি, যেখানে তিনি নিজেকে *'হাম্বালি'* বলে দাবি করেছেন। কারও জানা থাকলে আমাকে জানাতে পারেন। তবে কিছু ইঙ্গিতবহ প্রমাণ থেকে ধারণা করা যায়, তিনি হাম্বালি মাজহাবের মুজতাহিদ (তুলনামূলক গবেষণা করে শরয়ি হুকুম দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন বিদ্বান)। যেমন তিনি হাম্বালি মাজহাবের ফিকহ ও মূলনীতি পড়েছেন তাঁর শাইখদের কাছে এবং হাম্বালি মাজহাবের অনেকগুলো ফিকহের কিতাব তাঁর ছাত্রদেরকে পড়িয়েছেন।[3] তিনি মাজহাবের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে 'হানাফি, বা শাফেয়ি, বা মালিকি, বা হাম্বালি' বলা দোষণীয় মনে করেন না।[4] তিনি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম এবং শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুমুল্লাহকে *'হাম্বালি'* হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।[5] আর তিনি নিজে একজন নাজদি বিদ্বান হিসেবে সমাদৃত। উল্লেখ্য, নাজদি বিদ্বান তাঁদেরকে বলা হয়, যাঁরা ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহর মানহাজ অবলম্বন করেন এবং তাঁদের পড়াশোনার সিলসিলা বা সনদ (পরম্পরা) শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব পর্যন্ত পৌঁছে।[6]

কিন্তু এরমানে এই নয় যে, শাইখ ফাওজান হাম্বালি মাজহাবের ভেতরে যা আছে, কেবল সেটাই মানেন, মাজহাবের বাইরে কখনো বের হন না। বিশুদ্ধ দলিল যাই থাকুক না কেন, তিনি হাম্বালি মাজহাবের বিপরীতে রায় দেবেন না — বিষয়টি এমন নয়। যদিও একদল লোক এমনটি মনে করেই তাঁকে *'হাম্বালি'* বলে পচানোর চেষ্টা করেছে, *'তাঁর কাছ*

---

[3] তিনি হাম্বালি ফিকহের বিখ্যাত কিছু কিতাবের ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন : জাদুল মুস্তাকনি, উমদাতুল ফিকহ, আখসারুল মুখতাসারাত প্রভৃতি।

[4] সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান, ***মাজমুউ ফাতাওয়া ফাদিলাতিশ শাইখ সালিহ বিন ফাওজান*** (রিয়াদ : দারু ইবনি খুজাইমা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭০১-৭০২।

[5] ***মাজমুউ ফাতাওয়া ফাদিলাতিশ শাইখ সালিহ বিন ফাওজান,*** খ. ১, পৃ. ৭০১; সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান, ***মিন আলামিল মুজাদ্দিদিন*** (রিয়াদ : দারুল মুআইয়্যাদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ৯২।

[6] মুহাম্মাদ হিশাম তাহিরি, ***তাকরিরাতু আয়িম্মাতিদ দাওয়াহ ফি মুখালাফাতি মাজহাবিল খাওয়ারিজি ওয়া ইবতালিহি*** (কুয়েত : শারিকাতু গারাস, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৪৭-৪৮।

থেকে ফিকহের জ্ঞান নেওয়া যাবে না' বলে ধোঁয়াশা তুলেছে। আল্লাহ এসব জালিমদেরকে হেদায়েত দান করুন এবং সুন্নাহপন্থি উলামাদেরকে সম্মান করার শিক্ষা ও তৌফিক দান করুন। আমি কিছু প্রমাণ দিচ্ছি, যা থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে, **শাইখ সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ বিশুদ্ধ দলিলের অনুসরণ করেন, সেটা যেই মাজহাবের ফিকহেই থাকুক না কেন।**

শাইখ সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ মাজহাবের ওপর ভিত্তি না করে বিশুদ্ধ দলিলের আলোকে মত দেন — এ কথার প্রমাণ

প্রথম প্রমাণ : শাইখ সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ নিজেই দাবি করেছেন, তিনি যেই মতের পক্ষে বিশুদ্ধ দলিল পান, সেটা অনুসরণ করেন, সেই মতটি যদিও হাম্বালি মাজহাবের বিপরীত হয়। শাইখ তাঁর এক ফতোয়ায় বলেছেন, "যেই মত দলিলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, আমি সেই মতটিই গ্রহণ করি; চাই সেই মতটি ইমাম আহমাদের হোক, কিংবা অন্য কারও।"[7]

দ্বিতীয় প্রমাণ : শাইখ সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, স্রেফ হাম্বালি মাজহাবের মধ্যে হক সীমাবদ্ধ নয়। তিনি তাঁর একটি ফতোয়ায় বলেছেন, "কিন্তু *'হাম্বালিদের মাজহাবেই কেবল হক রয়েছে'* – এমন কথা বলা না-জায়েজ।"[8]

তৃতীয় প্রমাণ : শাইখ ফাওজান স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, দলিল থেকে বিধান বের করতে সক্ষম ব্যক্তিকে দলিলসমৃদ্ধ মত অনুসরণ করতে হবে, কোনো মাজহাবের মত নয়। তিনি বলেছেন, "আপনার জন্য কোনো মাজহাব অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়; না হাম্বালি মাজহাব, আর না শাফেয়ি, বা মালিকি, বা হানাফি মাজহাব। বরং আপনার জন্য ওয়াজিব— সেই মত অনুসরণ করা, যে মতের পক্ষে বিশুদ্ধ দলিল আছে। সেই মত মানবেন, যে মতের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল রয়েছে; চাই সেই মতটি হাম্বালি মাজহাবের হোক, বা শাফেয়ি, বা মালিকি, বা হানাফি মাজহাবের হোক। অনুসরণীয় বিষয় হলো দলিল। আপনি যদি উলামাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন, ফলে দলিল থেকে বিধান

---

[7] দ্রষ্টব্য : https://youtu.be/7bvkdxw-DMU?si=Uaa3rzsPeX-njUEw (০:৫০ মিনিট থেকে)।

[8] দ্রষ্টব্য : https://youtu.be/1n1vIh2PpRM?si=2WFBr8Y1cU1_6uD_।

বের করার পদ্ধতি ও দলিলপ্রমাণ সম্পর্কে আপনার জানা থাকে, তাহলে আপনার জন্য এই কথা প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে আপনি যদি সাধারণ মানুষ হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি যেই আলিমকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং তাঁর মত গ্রহণ করবেন।”[9]

চতুর্থ প্রমাণ : শাইখ যে আসলেই হাম্বালি মাজহাব থেকে বের হয়ে ফতোয়া দিয়েছেন, সেটা বিভিন্ন মাসায়েলে সাব্যস্ত হয়েছে। আমি একটা দৃষ্টান্ত পেশ করছি। নামাজে হাত কোথায় বাঁধতে হবে, এ বিষয়ে হাম্বালি মাজহাবের মুতামাদ মত (অফিসিয়াল মত) হচ্ছে— নাভির নিচে হাত বাঁধতে হবে। বলা বাহুল্য, শ্রেফ হাত বাঁধার স্থান-সম্পর্কিত হাদিসগুলোকে কেউ দয়িফ বললেই তাকে *‘হাম্বালি’* বলে পচানোর চেষ্টা করা মূর্খতা; যেমনটি অনেকে করে থাকেন। কেউ কেউ তো বলে বসেন, হাম্বালিদের অপতৎপরতার ফসল হলো হাত বাঁধার স্থান-সম্পর্কিত হাদিসগুলোকে দুর্বল বলা। আরে ভাই, হাম্বালি মাজহাবের বিদ্বান না এমন অনেকেই এসব হাদিসকে দুর্বল বলেছেন; যেমন ইমাম মুকবিল বিন হাদি আল-ওয়াদিয়ি রাহিমাহুল্লাহ, যিনি কোনোদিক থেকেই হাম্বালি না, তাঁর মত ছিল নাভির ওপরে বা নীচে যেকোনো জায়গায় হাত বাঁধতে পারবেন একজন মুসল্লি। এই মতটা হাম্বালিদের অফিসিয়াল মতই না। একটি মাজহাবের অফিসিয়াল মত বের করার নিয়মও জানেন না অনেকে, আজগুবি উদ্ভট মন্তব্য করে বসে থাকেন। ভাই, যেটা আপনার ফিল্ড না, সে বিষয়ে কথা বলে লোক-হাসানোর কাজটা করতে হবে কেন?

যাইহোক, এসব আলোচনা পরে কখনো করা যাবে। হাম্বালি মাজহাবের অফিসিয়াল মত হলো— নামাজে হাত নাভির নীচে বাঁধতে হবে।[10] এমনকি হাম্বালি মাজহাবের অসংখ্য মুহাক্কিক বিদ্বানের মতে, বুকের ওপর হাত বাঁধা মাকরুহ। এটা ইমাম আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল থেকে বর্ণনা করেছেন; শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ

---

[9] দ্রষ্টব্য : https://youtu.be/fjDukCoaAbc?si=q4omKGwu7RQ_wFf।

[10] আবুল হাসান আলি বিন সুলাইমান আল-মারদাওয়ি, ***আল-ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজিহি মিনাল খিলাফ,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাকি (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৪ হি./১৯৫৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৬; মানসুর বিন ইউনুস আল-বুহুতি, ***কাশশাফুল কিনা আনিল ইকনা*** (সৌদি আরব : মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিস, ১ম প্রকাশ, ১৪২১-১৪২৯ হি.), খ. ২, পৃ. ২৯২; মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ইবনুন নাজ্জার আল-ফুতুহি, ***মুনতাহাল ইরাদাত,*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০৭।

করেছেন।[11] এরচেয়েও আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, বুকের ওপর হাত বাঁধার মত চার মাজহাবের প্রধান ইমাম চতুষ্টয়ের কেউই দেননি এবং তাঁদের স্তরের কোনো ফাকিহ এই মত দেননি।[12]

তাহলে সমালোচকদের ভাষায় *'হাম্বালি শাইখ'* ইমাম সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ কোন মত গ্রহণ করেছেন এই মাসআলায়? আসুন, দেখা যাক। শাইখ ফাওজান হাম্বালি ফিকহের কিতাব *'জাদুল মুস্তাকনি'*-র ব্যাখ্যায় হাম্বালি মাজহাবের মত উল্লেখ করার পরে বলেছেন, "কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, মুসল্লি তাঁর বুকের ওপর নিজের হস্তদ্বয় রাখবেন। এটি নামাজের সুন্নাতগুলোর একটি।"[13] শাইখ তাঁর ফতোয়াতেও এই মতকে 'বিশুদ্ধ দলিলভিত্তিক' বলে বুকের ওপর হাত বাঁধার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[14] শাইখ তাঁর লেখা *'আল-মুলাখখাসুল ফিকহি'* কিতাবেও বুকের ওপর হাত বাঁধতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন।[15]

কিন্তু পরবর্তীতে শাইখ তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। তিনি *'উমদাতুল ফিকহ'* কিতাবের ব্যাখ্যায় নাভির নীচে বা ওপরে যেকোনো জায়গায় হাত বাঁধার মত সাব্যস্ত করেছেন।[16] *'নাভির নীচে বা ওপরে যেকোনো জায়গায় হাত বাঁধা যাবে'* শীর্ষক মতটিও হাম্বালি মাজহাবের অফিসিয়াল মত না। একটি বর্ণনা অনুযায়ী এটা ইমাম আহমাদের মত

---

[11] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া, ***শারহু উমদাতিল ফিকহ,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আজমাল আল-ইসলাহি (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৩য় প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬৬৪; মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনুল কাইয়্যিম, ***বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আলি ইমরান (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৫ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৯৮২-৯৮৩।

[12] খালিদ বিন আব্দুল্লাহ আশ-শায়ি, ***আল-ইলাম বি তাখয়িরিল মুসাল্লি বি মাকানি ওয়াদয়িল ইয়াদাইনি বাদা তাকবিরাতিল ইহরাম,*** সম্পাদনা : মুকবিল বিন হাদি আল-ওয়াদিয়ি (প্রকাশনার নামবিহীন, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ২৩।

[13] সালিহ আল-ফাওজান, ***আশ-শারহুল মুখতাসার আলা মাতনি জাদিল মুস্তাকনি*** (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৭৭।

[14] দ্রষ্টব্য : https://youtu.be/SEnBYDWtchE?si=grxRAhsfJ9V5d_Z8।

[15] সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান, ***আল-মুলাখখাসুল ফিকহি*** (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি.), খ. ১, পৃ. ১৩৬।

[16] সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান, ***শারহু উমদাতিল ফিকহ,*** পরিশীলন : সালমান সুওয়াইলিম (কুয়েত : মাকতাবাতুল ইমামিজ জাহাবি, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.), পৃ. ২২৯।

(বাস্তবে হাত বাঁধার ব্যাপারে তাঁর থেকে তিনটি আলাদা-আলাদা মত বর্ণিত হয়েছে), এটা ইমাম তিরমিজি ও ইমাম ইবনুল মুনজিরের মত, সমকালীন উলামাদের মধ্যে ইমাম মুকবিল বিন হাদি আল-ওয়াদিয়ি-সহ আরও অনেকের মত।[17]

আপনি ঠাণ্ডা মাথায় একটাবার চিন্তা করেন, যেই শাইখ ফাওজান সৌদিতে সবচেয়ে বড়ো স্ট্যাটাসসম্পন্ন আলিম; তিনি জীবনের একটা বড়ো সময়কাল পর্যন্ত হাম্বালি ফিকহের দারস দেওয়ার সময় এবং হাম্বালি ফিকহের ব্যাখ্যা করার সময় হাম্বালি মাজহাবের মত প্রত্যাখ্যান করে বুকের ওপর হাত বাঁধাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এরপরে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন। তাও হাম্বালি মাজহাবের মত না দিয়ে অন্য আরেক মত দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার কাবিরা। এটা তাঁর বিরাট পরহেজগারি, হকের অধিক নিকটবর্তী থাকার প্রবল প্রচেষ্টা এবং মাজহাবের প্রতি গোঁড়ামি না করার বড়ো প্রমাণগুলোর একটি।

উলামাগণ যদি দলিল অনুযায়ীই কথা বলেন, তাহলে মাজহাবের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেন কেন?

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে যদি দলিল অনুযায়ীই কথা বলেন তাঁরা, তাহলে তাঁদেরকে কেন মাজহাবের সাথে সম্পৃক্ত করে হাম্বালি বা শাফিয়ি প্রভৃতি বলা হয়? মাজহাবের সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারটি অনেকটা সিলেবাসের মতো। যিনি যেই সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনা করেছেন এবং দলিলের আলোকে যেই সিলেবাসের সকল বা অধিকাংশ নীতিমালা অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান উদ্‌ঘাটন করেছেন, তাঁকে সেই সিলেবাসের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। যেমন আমরা দেখি, এমন বলা হয় যে, অমুক হলেন ফাইজি। কেন বলা হয়? কারণ তিনি 'জামিয়া ফাইজে আম' থেকে পড়াশোনা করেছেন বলে। অমুক হলেন বুখারি, তিনি 'জামিয়া বুখারি' থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন বলে। এরমানে এই নয় যে, তিনি উক্ত বিদ্যাপীঠের সকল নিয়ম ও অনুশাসনের তাকলিদ করেন! এজন্যই আমাদের উলামাগণ বলেন, ফিকহের কিতাবপত্র স্রেফ পড়ার জন্য বা ইলম-অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে, ফিকহের কিতাবপত্র পড়ে আমল ও ফতোয়া-ফয়সালা দেওয়া হবে না। কারণ হিসেবে তাঁরা জানিয়েছেন, ফিকহের

---

[17] খালিদ আশ-শায়ি, ***আল-ইলাম বি তাখয়িরিল মুসাল্লি বি মাকানি ওয়াদয়িল ইয়াদাইনি বাদা তাকবিরাতিল ইহরাম,*** পৃ. ১৯-২৩।

কিতাবগুলোর প্রতিটি মতই সঠিক নয়; তাই আমল ও ফতোয়াপ্রদান সম্পন্ন হবে বিশুদ্ধ দলিলের আলোকে। এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা পেতে *'হুকমুল আমালি বিল মাজাহিবিল ফিকহিয়্যা'* শিরোনামে বহুশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান আল্লামা সাদ আশ-শাসরি হাফিজাহুল্লাহর ভিডিয়ো ক্লিপ দেখতে পারেন।[18]

মাজহাবের ফিকহি কিতাবগুলো বাদ দিয়ে আমরা নতুন করে ফিকহের কিতাব তৈরি করছি না কেন, যেই কিতাবের ওপর সকল আহলেহাদিস একমত থাকবেন?

এখানে কেউ কেউ আরেকটি প্রশ্ন করতে পারেন, "তাহলে ভাই, এত ভেজাল করে মাজহাবের ফিকহ পড়ার কী দরকার, যেখানকার সব মত ঠিক না? আমরা নতুন সিলেবাস বানালেই তো পারি, যেখানে সব সঠিক মতগুলো থাকবে।" এর জবাব হলো, ভাই, সব সঠিক মতগুলো কারা নির্ধারণ করবেন? বিশ্বের সব সালাফি আলিমকে একমত হয়ে একটি ফিকহের বই তৈরি করতে বলেন, যেটার সব মাসায়েলে তাঁরা একমত এবং সেগুলো সঠিক। এটা কোনোদিনও সম্ভব নয়। কারণ দলিল সবাই একভাবে বোঝেন না। বিভিন্ন মুজতাহিদ বিভিন্নভাবে বোঝেন এবং প্রত্যেকেই হকের কাছাকাছি মত দেওয়ার চেষ্টা করেন। আর তাইতো খোদ আহলেহাদিস উলামাদের মধ্যে অসংখ্য মাসায়েলে মতভেদ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করেন, আপনি যদি দেশের আহলেহাদিস দায়িদেরকে ফিকহের কিতাব লিখতে বলেন, তাহলে দেখবেন বিরাট মতপার্থক্য তৈরি হবে। এর দলিল— তাঁদের লেখা বইপুস্তক, যেসবে তাঁদের নিজেদেরই মাঝে বিরাট মতপার্থক্য রয়েছে। এটা মোটেও অস্বাভাবিক বা দোষণীয় বিষয় না। আপনি যদি বলেন, 'আমরা আল্লামা শাওকানির বই থেকে ফিকহ শেখাতে পারি, তিনি কোনো মাজহাবের বিদ্বান ছিলেন না।' আমি বলব, আল্লাহর তৌফিকে আপনাকে কিতাব খুলে খুলে প্রমাণ করে দিতে পারব আমি, আল্লামা শাওকানির বহু মতের সাথে ইমাম আলবানির মতের বৈপরীত্য, প্রমাণ করে দিব, আল্লামা শাওকানির মতের সাথে উপমহাদেশের আহলেহাদিস কিবার উলামাদের মতপার্থক্য। শুধু ফিকহে না, বরং ফিকহ ও উসুলুল ফিকহ দুটোতেই মতপার্থক্য দেখাতে পারব। এভাবে আপনি শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ ছাড়া অন্য যার কিতাবই আনবেন, তাঁর মতের সাথেই আহলেহাদিস হিসেবে স্বীকৃত উলামাদের মতপার্থক্য আমি দেখাতে পারব। আর তাইতো ভারতের বিশিষ্ট

---

[18] ভিডিয়ো ক্লিপের লিংক : https://youtu.be/uRkTNaNrxio?si=gekFTO3dkrEDGAfW।

আহলেহাদিস বিদ্বান শাইখ উজাইর শামস হাফিজাহুল্লাহ আহলেহাদিসদের বেশকিছু ফিকহি কিতাব সাজেস্ট করার পর উল্লেখ করেন, কোনোটাই নির্ভুল মতসম্পন্ন নয়।[19] কারণ একেক বিদ্বানের কাছে একেক মত অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কোনো আলিমের একটি নির্দিষ্ট ফিকহি কিতাবের সব মতের সাথে সকল আহলেহাদিস বিদ্বান একমত হবেন, এমন সুযোগ নেই। এজন্য আপনি যেই যোগ্য সালাফি উস্তাজের কাছে পড়াশোনা করবেন, তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী আহলেহাদিস উলামাদের লেখা যেকোনো ফিকহের কিতাব দিয়ে ফিকহ শিখবেন, আর মানবেন সেটাই, যা দলিলের অধিক নিকটবর্তী।

এসব পড়ে সাধারণ মানুষ বলবেন, তাহলে আমরা কোথায় যাব? আমরা কোনটা মানব? এটার বিস্তারিত জবাব সামনে দিব, ইনশাআল্লাহ। এখানে সংক্ষেপে বলি। আল্লাহ কারও ওপর সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করেননি। আপনি যেই বিদ্বানকে যোগ্য ও নির্ভরযোগ্য মনে করেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করে কোনো একটি মত মানবেন। আপনি চাইলে একাধিক বিদ্বানকেও জিজ্ঞেস করতে পারবেন। আর আপনি যদি দলিল পড়ে বুঝতে পারেন এবং দলিলের আলোকে কোনো মতের প্রতি আপনার অন্তর ঝুঁকে যায়, আপনি সেটা মানবেন। এগুলো সবই মতভেদপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে যে বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর উলামাগণ একমত হয়ে গেছেন, সে বিষয়ে বিদাতিদের দেওয়া ভিন্ন মত চয়ন করার কোনো সুযোগ নেই কারও; যেমন আকিদার অধিকাংশ মাসায়েলে কোনো সুযোগ নেই অন্য মত চয়ন করার।

[19] দ্রষ্টব্য : https://youtu.be/DHqNoBxgcS4?si=Gqq74ud6nvmFkggT (৫৪:৩০ মিনিট থেকে)।

[৩] মাজহাবের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্তকারী উলামাগণের ব্যাপারে একজন সালাফি মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?

মাজহাবের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্তকারী সুন্নাহপন্থি উলামাগণকে সম্মান করা আমাদের কর্তব্য। কারণ মাজহাবের প্রতি সম্পৃক্ত করে তাঁরা কোনো অন্যায় করেননি। ভারতবর্ষের বিশিষ্ট আহলেহাদিস মুহাদ্দিস আল্লামা ওয়াসিউল্লাহ আব্বাস হাফিজাহুল্লাহ বলেছেন, "যারা চার মাজহাবের কোনো একটির অনুসরণ করা আবশ্যক ঘোষণা করে এবং মাজহাবের প্রতি গোঁড়ামি করে, তাদের উদ্দেশে আমরা বলি, কোনো ব্যক্তি একটি মাজহাবের ওপর থাকবে, এতে কোনো সমস্যা নেই; কিন্তু আমাদের ইমামগণের অসিয়ত অনুযায়ী, যখন কেউ (নিজের মাজহাবের কোনো মতের বিপরীতে) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস পাবে, তখন সে যদি তার ইমামের কথা পরিত্যাগ করে সুন্নাহমাফিক আমল করে, তাহলে সে-ই হবে ইমামগণের অনুসরণ করে ধন্য হওয়া ব্যক্তি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইমামগণের মত গ্রহণ করে, আর (সেই মতের বিপরীতে) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বা সাহাবিগণের ফতোয়া পাওয়ার পরেও সেগুলো পরিত্যাগ করে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হিসেবে বিবেচিত হবে।"[20]

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সালাফি উলামাগণকে আমরা এমনই পেয়েছি। ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, ইমাম ইবনু রজব, ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ শাইখ, ইমাম ইবনু বাজ, ইমাম ইবনু উসাইমিন প্রমুখ উলামাগণ নিজেদেরকে হাম্বালি মাজহাবের সাথে, ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র, ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি নিজেদেরকে মালিকি মাজহাবের সাথে, ইমাম সিজজি, ইমাম ইবনু আবিল ইজ নিজেদেরকে হানাফি মাজহাবের সাথে, হাফিজ নববি, ইমাম ইবনু কাসির, ইমাম জাহাবি, হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি, ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমিন আল-হারারি প্রমুখ শাফেয়ি মাজহাবের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করলেও কিংবা তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করা হলেও সেটা স্রেফ পড়াশোনা ও মাজহাবের সমুদয় বা অধিকাংশ মূলনীতির আলোকে দলিল থেকে বিধান বের করার দিক থেকেই সম্পৃক্তকরণ। বাস্তবে তাঁরা প্রত্যেকেই এবং তাঁদের মতো বিদ্বানগণের সকলেই কিতাব ও সুন্নাহকে সম্মান করতেন এবং স্ব স্ব মাজহাবের বিপরীতে বিশুদ্ধ দলিল পেলে সে অনুযায়ীই মত

---

[20] দ্রষ্টব্য : https://youtube.com/shorts/c40pWUnrexI?si=V3QSoC9LaLRjIo9b।

দিতেন। আর এজন্যই তাঁদের মতো বিদ্বানদের প্রতি ফিকহের সকল ধারার সুন্নাহপন্থি উলামাগণ সম্মান জানিয়ে আসছেন। তাঁদের মানসম্মান খর্ব করা এবং 'মাজহাবি' লকব দিয়ে তাঁদেরকে ছোটো করে দেখানোর মানসিকতা যাদের আছে, তাদের অন্তরের চিকিৎসা করা দরকার। আর সাধারণ মানুষরা উলামাদের প্রতি সম্মানার্থে এ ধরনের রোগাগ্রস্ত লোকদের থেকে সাবধান থাকবেন।

ওয়ালিল্লাহিল হামদ। এজন্যই ভারতের উলামাগণ বিভিন্ন মাজহাবের বড়ো বড়ো বিদ্বানদের কিতাবপত্র থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং সাধারণ জনগণকেও উপকৃত হতে বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ ভারতবর্ষের আহলেহাদিস মুহাদ্দিস আল্লামা ওয়াসিউল্লাহ আব্বাস হাফিজাহুল্লাহ পুরো দুনিয়ার তালিবুল ইলমদেরকে ইলমের সকল শাস্ত্রের ব্যাপারে ইমাম ইবনু উসাইমিনের বইপুস্তক পড়ার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি স্পষ্টভাবে ইমাম ইবনু উসাইমিনের আকিদার বইপুস্তক, ব্যাখ্যার বইপুস্তক এবং ফিকহের বইপুস্তক পড়তে বলেছেন।[21] কারণ আমাদের সালাফি উলামাগণ হকগ্রহণের মানসিকতা রাখেন, তাঁরা কোনো মাজহাব বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক গোঁড়ামি লালন করেন না।

মাজহাবের প্রতি নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে উলামাদের আরও বক্তব্য জানতে আমাদের লেখা "ইসলামে মাযহাব মানার বিধান" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন।[22] পাশাপাশি শাইখ আব্দুল আজিজ আর-রইস হাফিজাহুল্লাহর লেখা "ফিকহি মাযহাব নিয়ে গোঁড়ামি এবং ইজতিহাদের শর্ত বিষয়ে কঠোরতা" শীর্ষক প্রবন্ধও পড়তে পারেন, যা আমাদের ভাই খন্দকার খালেদ অনুবাদ করেছেন।[23]

---

21 দ্রষ্টব্য : https://youtu.be/QFuf2dcjRZU।

22 প্রবন্ধের লিংক : https://www.facebook.com/share/p/suWUL3RsoiuB7EEG/?mibextid=oFDknk।

23 প্রবন্ধের লিংক : https://www.facebook.com/share/p/LvYXL3vbSY1KG8TS/?mibextid=oFDknk।

‘মাজহাবের পরিচয়ে নিজের পরিচয় দেওয়া যাবে না’ মর্মের সংশয় ও তার নিরসন

কেউ কেউ বলেন, কোনো মাজহাবের পরিচয়ে নিজের পরিচয় দেওয়ার পক্ষে শরয়ি দলিল নাই। কুরআন-হাদিসে কিংবা সালাফদের বক্তব্যে কি হানাফি-শাফেয়ি-মালিকি-হাম্বালি বলার কোনো নজির পাওয়া যায়? যেহেতু এরকম বলার কোনো নজির নাই, সেহেতু এসব ফিকহি পরিচয়ে কোনো মুজতাহিদ বা তালিবুল ইলমের পরিচয় দেওয়া অসমীচীন এবং সালাফি মানহাজের খেলাপ। এর জবাব কয়েক দিক থেকে দেওয়া যায় :

প্রথমত, অভিযোগকারী ভাই যদি নিজেকে আহলেহাদিস বা সালাফি পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাহলে আমরা তাঁকে বলব, আপনি কোনো সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ দলিল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পেশ করুন, যেখানে হুবহু এসব পরিচয় দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আপনি ‘সুস্পষ্ট’ দলিল দিতে পারবেন না। তাহলে আপনি যেই বিষয়ের অভিযোগ করছেন, নিজেই সেই বিষয়ের মধ্যে নিপাতিত রয়েছেন! তথাপি আমাদের কাছে দলিল আছে, যেটা পরবর্তী পয়েন্টে বলছি।

দ্বিতীয়ত, অভিযোগকারী যদি ‘অনলি মুসলিম’ পার্টির লোক হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তাকে বলব, ‘আমাদের কাছে দলিল আছে, মুসলিম ছাড়াও অন্য পরিচয়ে নিজেদেরকে পরিচয় দেওয়ার পক্ষে।’ মহান আল্লাহ কুরআনে তাঁর সাহাবিদেরকে বৈশিষ্ট্যগত নাম দিয়েছেন, একদলকে ‘মুহাজির’ বলেছেন, আরেকদলকে বলেছেন ‘আনসার’। তাই খোদ মুসলিমদের মধ্যে এরকম বৈশিষ্ট্যগত নামে পরিচয় দেওয়ায় কোনো সমস্যা নেই, যতক্ষণ না সেই নাম নিয়ে হকের বিপরীতে গোঁড়ামি ও দলাদলি করা হচ্ছে। আর এজন্যই মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের কেউ কেউ যখন একটি বিতর্ককে কেন্দ্র করে ‘হে মুহাজির সম্প্রদায়’ আর ‘হে আনসার সম্প্রদায়’ বলে নিজেদের পক্ষে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ডাক দেন, তখন নবিজি বলেন, “কী হলো যে, জাহেলিয়াতের ডাক দিয়ে ডাক দেওয়া হচ্ছে?”[24] নামদুটো শরিয়তসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, তা দিয়ে দলাদলি ও গোঁড়ামির প্রতি আহ্বান করার দরুন তিনি তাঁদের কাজকে ‘জাহেলিয়াতের’ দিকে সম্পৃক্ত

[24] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৫১৮; সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৮৪।

করেন। এই তাহকিকি আলোচনা করেছেন বহুশাস্ত্রজ্ঞ নাজদি বিদ্বান আল্লামা সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলুশ শাইখ হাফিজাহুল্লাহ।[25]

সুতরাং যে কেউ নিজেকে আহলেহাদিস, সালাফি, জমঈয়তে আহলেহাদিস, আহলেহাদিস আন্দোলন, আনসারুস সুন্নাহ, হানাফি, শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বালি, জাহিরি প্রভৃতি বলে নামকরণ করতে পারেন; কিন্তু শর্ত হলো, এসব নাম দিয়ে তিনি দলাদলি ও গোঁড়ামি করতে পারবেন না। এখানে ভুল বোঝা যাবে না। শরিয়তের নিয়ম মেনে বিদাতিদের থেকে আলাদা হওয়া এবং তাদেরকে বর্জন করা 'দলাদলি ও গোঁড়ামি' হিসেবে বিবেচিত হবে না। যাঁরা সালাফদের বুঝ অনুযায়ী কিতাব ও সুন্নাহ অনুসরণ করেন, তাদের মধ্যে নাম নিয়ে দলাদলি ও গোঁড়ামি করা হারাম। আল্লামা সালিহ আলুশ শাইখ হাফিজাহুল্লাহ এ বিষয়ক আলোচনা করতে যেয়ে বলেছেন, "ইসলামের মধ্যে 'মুমিন ও মুসলিম' নাম ছাড়াও অন্য নাম তৈরি করা বৈধ; কিন্তু শর্ত হলো সেই নাম নিয়ে গোঁড়ামি করা যাবে না। কেননা নাম নিয়ে গোঁড়ামি করা জাহিলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত।"[26]

তৃতীয়ত, এসব পরিচয়ে যে পরিচয় দেওয়া যাবে না, তা মুতাকাদ্দিমিন উলামাদের থেকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। যেসময় থেকে গোঁড়ামি ছাড়া ফিকহি মাজহাবের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা আরম্ভ হয়েছে, সেসময়ের আহলুস সুন্নাহর নেতৃস্থানীয় উলামাদের থেকে প্রমাণ করতে হবে, এসব নাম ব্যবহার করা হারাম। অন্যথায় তাঁরা এতদিন বাতিলের ব্যাপারে চুপ করেছিলেন, যেই বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন সমকালীন ব্যক্তিবর্গ, এমন বিষয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে; যা কখনোই হতে পারে না। পক্ষান্তরে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অসংখ্য প্রমাণ আনা যাবে, কারণ গোঁড়ামির সমালোচনা যৌক্তিক। কিন্তু অমুক-তমুক নামে পরিচয় দেওয়া যাবে না, এ ধরনের সমালোচনা অযৌক্তিক ও দলিলবিহীন।

চতুর্থত, ইবাদত বাদে অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে আসল তথা মৌলিক অবস্থা হলো বৈধতা; যতক্ষণ না তা হারাম হওয়ার দলিল পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা বৈধ

---

[25] সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলুশ শাইখ, ***আল-লাআলি আল-বাহিয়্যা ফি শারহিল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা,*** তাহকিক : আদিল বিন মুহাম্মাদ মুরসি রিফায়ি (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫২৬-৫২৭।

[26] সালিহ আলুশ শাইখ, ***আল-লাআলি আল-বাহিয়্যা ফি শারহিল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৫২৬।

থাকবে।[27] আর বিভিন্ন নামে পরিচয় দেওয়াকে ফুকাহাগণ ইবাদত মনে করেন না। সুতরাং এসব নামে পরিচয় দেওয়াকে বিনা দলিলে হারাম বলার কোনো অধিকার নেই কারও। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

উল্লেখ্য যে, ফিকহি মাজহাবের পরিচয়ে পরিচয় দেবেন কেবল তাঁরা, যাঁরা সেই মাজহাবের ফিকহি সিলেবাস ফলো করে ফাকিহ হয়েছেন কিংবা সেই সিলেবাসের ওপর পড়াশোনারত রয়েছেন। অর্থাৎ ফাকিহ ও তালিবুল ইলমের জন্য এই পরিচিতি প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষের কোনো মাজহাব নেই; তিনি নির্ভরযোগ্য উলামাদের অনুসরণ করবেন। সাধারণ মানুষের কোনো মাজহাব নেই — এ কথা অনেক ফাকিহ ইমাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের অন্যতম ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, ইমাম আলবানি, ইমাম ফাওজান প্রমুখ।[28]

---

[27] জাকারিয়া বিন গুলাম কাদির বাকিস্তানি, ***মিন উসুলিল ফিকহি আলা মানহাজি আহলিল হাদিস*** (দারুল খারাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৯৪-১৯৫।

[28] ইবনুল কাইয়্যিম, ***আলামুল মুওয়াক্কিয়িন আন রব্বিল আলামিন,*** খ. ৫, পৃ. ১৮১; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নুর,*** টেপ নং : ১৩৮, গৃহীত : আল-আসার (alathar) ডট নেট; **শাইখ ফাওজানের বক্তব্যের লিংক :** https://youtu.be/dBk6Vd8dGPI?si=Q110kjPKED7kNP4k।

[৪] নামাজে নারীদের সিজদা দেওয়ার পদ্ধতি বিষয়ে সুন্নাহপন্থি উলামাদের মতভেদ

নামাজে নারীরা পুরুষদের মতোই রুকু-সিজদা দেবে, না তাদের স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে, এ নিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শাইখ সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহর কিতাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, নারীরা রুকু-সিজদায় পুরুষদের মতো হস্তদ্বয়কে প্রসারিত না করে জড়সড় হয়ে থাকবে। শাইখের বইতে বলা আছে, এটা ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য, যা হাফিজ নববির রেফারেন্সে বলা হয়েছে এবং উক্ত মতের পক্ষে ইবনু কুদামা আল-হাম্বালি রাহিমাহুল্লাহর *'আল-মুগনি'* কিতাব থেকেও উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে।[29] আমি চেক করে দেখেছি, ইমাম শাফিয়ির কথা তাঁর ছাত্র ইমাম মুজানির কিতাবে আছে।[30]

ইমাম শাফেয়ি উপমহাদেশের বিশিষ্ট আহলেহাদিস বিদ্বানদের কাছে আহলুল হাদিস, আমরা সচেতন আহলেহাদিসরা তাঁকে আহলুল হাদিসদের ইমাম হিসেবেই জানি। পূর্ববর্তী ইমামগণের রেফারেন্সে ইমাম শাফেয়িকে আহলুল হাদিস আখ্যা দিয়েছেন ভারতের বিশিষ্ট মুহাক্কিক শাইখ উজাইর শামস রাহিমাহুল্লাহ।[31] এমনকি খোদ ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের বক্তব্য দেখুন। স্যার তাঁর ডক্টরাল থিসিসে লিখেছেন, "এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ), শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ), আহমাদ (১৬৪-২৪১), ইসহাক (১৬৬-২৩৮), বুখারী (১৯৪-২৫৬), আবু দাউদ (২০২-২৭৫), তিরমিযী (২০৯-২৭৯) প্রমুখ উম্মতের সেরা মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ ও মুজতাহিদগণকে 'আহ্লুর রায়' না বলে আবদুল কাহির বাগদাদী, শাহ অলিউল্লাহ প্রমুখ

---

[29] সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান, ***তান্বিহাতুন আলা আহকামিন তাখতাসসু বিল মুমিনাত*** (সৌদি আরব : ধর্মমন্ত্রণালয়, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪২৩ হি.), পৃ. ৪৭-৪৮।

[30] ইসমায়িল বিন ইয়াহইয়া আল-মুজানি, ***আল-মুখতাসার মিন ইলমিশ শাফিয়ি ওয়া মান মাআহু,*** পরিশীলন : আবু আমির দাগিস্তানি (রিয়াদ : দারু মাদারিজ, ১ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০১।

[31] দ্রষ্টব্য : https://youtu.be/DHqNoBxgcS4?si=Gqq74ud6nvmFkggT (৯:০০ মিনিট থেকে)।

বিদ্বানগণ 'আহলুল হাদীছ' বলেছেন।"[32] কেউ অজ্ঞতাবশত বলে বসতে পারেন, 'শাহ সাহেবের মত উল্লেখ করলেই বুঝি সেটা গালিব স্যারের মত হয়ে গেল?' তার বোঝা উচিত, স্যারের কথার প্রসঙ্গ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তিনি উক্ত ইমামদেরকে আহলুর রায়দের থেকে আলাদা করে আহলুল হাদিস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। তথাপি বলে রাখি, আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর রেফারেন্সে এবং তাঁর ব্যাখ্যাকৃত মূলনীতি দিয়েই আহলেহাদিসদের নীতিমালা সাব্যস্ত করেছেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় আহলেহাদিস বিদ্বান শাইখ আব্দুল্লাহ আল-কাফি আল-কুরাইশি রাহিমাহুল্লাহ।[33]

অনুরূপভাবে ইমাম ইবনু কুদামা আল-হাম্বালি রাহিমাহুল্লাহর লেখা ফিকহের কিতাব *'আল-মুগনি'*-কে *'আহলেহাদিসদের ফিকহের কিতাব'* আখ্যা দিয়েছেন শাইখ উজাইর শামস রাহিমাহুল্লাহ।[34]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আহলেহাদিস ইমামদের ফিকহি মত বইতে উল্লেখ করায় শাইখ ফাওজানের বই যাদের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায়, তাদের কাছে আহলেহাদিসদের ফিকহ আসলে কোনটা? যেটা বাপদাদার আমল থেকে কোনো আহলেহাদিস সমাজে প্রচলিত সেটা? এ সমস্ত লোকজন আগে এটা স্পষ্ট করুক, আহলেহাদিসদের ফিকহ বলতে তারা কী বোঝে? আর তারা যেটা বোঝে, ইতঃপূর্বে কোন আহলেহাদিস মুজতাহিদ বিদ্বান সেটা সাব্যস্ত করেছেন? আমি সেজদার পদ্ধতি বিষয়ে পুরুষদের সাথে নারীদের নিয়মের পার্থক্য উপমহাদেশের বিরাট বড়ো আহলেহাদিস বিদ্বানের কিতাব থেকে দেখাচ্ছি। তিনি হলেন আল-মুহাদ্দিসুল কাবির, আল-আল্লামাতুশ শাইখ উবাইদুল্লাহ রহমানি মুবারকপুরী রাহিমাহুল্লাহ।

সহিহ মুসলিমের একটি হাদিসে এসেছে, وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ "নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষ লোকেদেরকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় দুই হাত

---

[32] মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ***আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ*** (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৫৫-৫৬।

[33] মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরাইশী, ***আহলে হাদীস পরিচিতি*** (ঢাকা : ড. আবদুল বারী কর্তৃক প্রকাশিত, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৩১-১৩৭।

[34] দ্রষ্টব্য : https://youtu.be/DHqNoBxgcS4?si=Gqq74ud6nvmFkggT (৩১:০০ মিনিট থেকে ৩৪:০০ মিনিট পর্যন্ত)।

মাটিতে ছড়িয়ে দিতে নিষেধ করতেন।”[35] এই কথার ব্যাখ্যা করতে যেয়ে আল্লামা মুবারকপুরী লিখেছেন,

(وينهى أن يفترش الرجل) أي في السجود. قال الطيبي: التقيد بالرجل يدل على أن المرأة تفترش.

“হাদিসে বলা হয়েছে, ‘নবিজি পুরুষ ব্যক্তিকে দুই হাত মাটিতে ছড়িয়ে দিতে নিষেধ করতেন।’ অর্থাৎ সিজদায়। আত-তিবি বলেছেন, নির্দিষ্টভাবে পুরুষের কথা বলা থেকে প্রতীয়মান হয়, নারীরা (সিজদায়) দুই হাত মাটিতে ছড়িয়ে দেবেন।”[36]

আল্লামা মুবারকপুরী রাহিমাহুল্লাহ আল্লামা তিবির কথা উল্লেখ করার পর কোনো মন্তব্য না করে হাদিসের অন্য অংশের আলাপ আরম্ভ করেছেন। এখন বলেন, এই কিতাব কীভাবে উপমহাদেশে আহলেহাদিসদের সবচেয়ে মশহুর কিতাবগুলোর একটি হয়, যেখানে নারী-পুরুষের মধ্যে নামাজের পার্থক্য দেখানো হয়েছে? কীভাবে এই কিতাবের আলোকে আহলেহাদিস উস্তাজগণ যুগ যুগ ধরে মিশকাতের ব্যাখ্যা পড়াচ্ছেন, যেই বইতে আহলেহাদিসদের প্রচলিত ফিকহবিরোধী *হানাফি* মত প্রচার করা হয়েছে বিনা সমালোচনায়? সমালোচকদের ভাষায় যদি বলি, তাহলে বলতে হয়, এসব আহলেহাদিসদের ফিকহবিরোধী কিতাবকে রুখে দিতে হবে, এই কিতাব বিক্রি করা যাবে না! কারণ ছাত্র-শিক্ষক সবাই এই কিতাব কেনে! আমার নিজেরও একটা সেট আছে এই বইয়ের, আব্বু কিনে দিয়েছিলেন, মাদরাসায় পড়ার সময়।

যেসব ফাকিহ নারীর জন্য রুকু-সিজদায় পুরুষদের থেকে আলাদা নিয়মের কথা বলেছেন, তাঁরা উক্ত মত দিয়েছেন ‘নারী আভরণীয়’ শীর্ষক হাদিসগুলোর আলোকে। যেহেতু জড়সড়ভাবে সিজদা দিলে কিংবা হাত বিছিয়ে দিলে তাঁদের অবয়ব অধিকরূপে আবৃত হয়, সেজন্য এটা করা তাঁদের জন্য বাঞ্ছনীয়। এটা তাঁদের মত। তাঁরা এই মত দেওয়ার কারণে না আহলুস সুন্নাহ থেকে খারিজ হয়েছেন, আর না আহলুল হাদিস থেকে। পক্ষান্তরে *‘নারী-পুরুষের নামাজে এ ধরনের কোনো পার্থক্য নেই’* এমন বক্তব্যও

---

[35] সহিহ মুসলিম, হা. ৪৯৮।

[36] উবাইদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম আর-রহমানি আল-মুবারকপুরি, ***মিরআতুল মাফাতিহ শারহু মিশকাতিল মাসাবিহ*** (বেনারস : জামিয়া সালাফিয়ার ইদারাতুল বুহুসিল ইলমিয়্যাতি ওয়াদ দাওয়াতি ওয়াল ইফতা, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৯।

একদল ফুকাহা দিয়েছেন। আর উক্ত দুই ধরনের মতই সালাফদের থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮০৪ হি.)।[37]

ইমাম ইবনু বাজ, ইমাম আলবানি ও ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুমুল্লাহর মতে, নামাজের পদ্ধতিতে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই এবং এই মত আমাদের কাছে অগ্রগণ্য। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, আমরা অন্য মতের বিদ্বানদের মান-মর্যাদা খাটো করব *'মাজহাবি'* বলে এবং তাঁদের বইপুস্তক থেকে ওয়ার্ন করে। তবে যদি তাঁরা বিদাতি হতেন, তাহলে সেকথা ভিন্ন ছিল। আহলুস সুন্নাহর বিদ্বানদের বইপত্র স্রেফ নিজের মতের সাথে না মেলার কারণে রুখে দিতে চাওয়ার তারা কে? আমাদের একজন সালাফি বিদ্বানের সামনে এসব লোকজনের কন্ট্রিবিউশন কী উম্মতের প্রতি?! আল্লাহুল মুস্তাআন। কিছু তো হায়া-শরম করা উচিত তাদের, বিনা ইলমে সুন্নাহপন্থি উলামাদের কিতাবপত্র থেকে ওয়ার্ন করার সময়!

---

[37] আবু হাফস উমার বিন আলি ইবনুল মুলাক্কিন, ***আল-ইলাম বি ফাওয়ায়িদি উমদাতিল আহকাম,*** তাহকিক : আব্দুল আজিজ আল-মুশাইকিহ (সৌদি আরব : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৭।

[৫] সুন্নাহপন্থি উলামাদের মতভেদে কোনো একটি মত অনুসরণ করা ব্যক্তিকে তিরস্কার ও বর্জন করার বিধান

এটা বিস্তারিত আলোচনা করার মতো একটি বিষয়। কিন্তু আমি সংক্ষেপে কিছু কথা বলছি। যদি কোনো মত প্রমাণিত ইজমা তথা সর্ববাদিসম্মত অভিমতের বিরোধী হয়, কিংবা কোনো দ্ব্যর্থহীন (দুরকম অর্থ করার সুযোগ নেই এমন) দলিলের বিরোধী হয়, তাহলে সেই মতের বিরোধিতা করতে হবে এবং উক্ত মত পোষণকারী ব্যক্তিকে বা সেই মতটির ওপর আমলকারীকে তিরস্কার করা আবশ্যক হবে। তদ্রুপ কোনো মতের দলিল যদি দুর্বল হয় কিংবা খুবই দুর্বল ইখতিলাফ হয়, তাহলে সেই মতটির দুর্বলতা বর্ণনা করে মতটিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, তবে সেই মতের ব্যক্তিকে আহলুস সুন্নাহ থেকে খারিজ করা যাবে না। কিন্তু যেই বিষয়ে ইজতিহাদ করে মত দেওয়ার সুযোগ আছে, বিপরীতে দ্ব্যর্থহীন দলিল বা ইজমা না থাকার কারণে, সেই বিষয়ে গবেষক মুজতাহিদকেও তিরস্কার করা যাবে না এবং মুজতাহিদের গবেষণা-অনুসরনকারীকেও তিরস্কার করা যাবে না।

আমি যা বললাম, তা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর একাধিক বক্তব্যের সারসংক্ষেপ। অতি-উৎসাহী কোনো আহলেহাদিস ভাই লাফিয়ে উঠে বলতে পারেন, 'উনাকে কে মানে? উনি তো হাম্বালি!' তাঁদের জ্ঞাতার্থে আমি সর্বজনশ্রদ্ধেয় আহলেহাদিস বিদ্বান আল্লামা আব্দুল্লাহ আল-কাফি আল-কুরাইশি রাহিমাহুল্লাহর একটি মন্তব্য পেশ করছি। শাইখ কুরাইশি ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে বলেছেন, "ইনি আহলে হাদীসগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমামরূপে সমাদৃত হইয়া থাকেন।"[38]

তো এবার আসুন, আহলেহাদিসগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম ইবনু তাইমিয়ার কথা পড়া যাক। শাইখুল ইসলাম লিখেছেন,

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا.

---

[38] আল-কোরাইশী, ***আহলে হাদীস পরিচিতি,*** পৃ. ১২৭-১২৮।

“পক্ষান্তরে কোনো মাসআলায় যদি (সুস্পষ্ট) সুন্নাহ ও ইজমা না থাকে, বরং তাতে ইজতিহাদের সুযোগ থাকে, তাহলে যিনি সেই মাসআলায় মুজতাহিদ হিসেবে কিংবা মুজতাহিদের অনুসারী হিসেবে আমল করবেন, তাকে তিরস্কার করা যাবে না।”[39]

আমাদের আলোচিত সিজদায় নারীদের স্বতন্ত্র নিয়মের বিষয়টিও ইজতিহাদি বিষয়, যে ব্যাপারে কোনো ইজমা বা দ্ব্যর্থহীন দলিল নেই। তাই এই মতের কারণে তিরস্কার (ইনকার) করা চলবে না। তাহলে এই মাসআলার কারণে বইয়ের বিক্রি বন্ধ করতে বলা এবং মানুষদেরকে সালাফি কিবার উলামার বই থেকে সতর্ক করা কি আহলেহাদিসদের বৈশিষ্ট্য হতে পারে?! এগুলো কি চরম পর্যায়ের ইনকার নয়?!

---

[39] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া, ***আল-মুস্তাদরাক আলা মাজমুয়ি ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম,*** সংকলন ও বিন্যাস : মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন কাসিম (প্রকাশের স্থানবিহীন, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.), খ. ৩, পৃ. ২০৬।

[৬] কীসের ভিত্তিতে ইমাম ফাওজানের ফিকহ আহলেহাদিসদের ফিকহ নয়? আহলেহাদিসদের ফিকহের স্বরূপ কী?

ইমাম সালিহ আল-ফাওজানের ফিকহ কি আহলেহাদিসদের ফিকহ কিনা জানার জন্য আহলেহাদিসদের ফিকহের স্বরূপ জানা দরকার। আহলেহাদিসদের ফিকহ আসলে কাকে বলে? ফিকহের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা পড়াশোনা করেছেন, তারা জানেন, ফিকহের দুটো মাদরাসা তথা স্কুল অফ থট ছিল, একটি আহলুল হাদিসদের মাদরাসা, আরেকটি আহলুর রায়দের মাদরাসা। প্রত্যেক মাদরাসারই কিছু স্বতন্ত্র মূলনীতি ছিল, যার মাধ্যমে মাদরাসাদুটো একটি অপরটির থেকে আলাদা হয়েছে। যাঁরা আহলুর রায়দের মূলনীতি অনুসরণ না করে আহলুল হাদিসদের মূলনীতি অনুসরণ করেছেন, তাঁরাই আহলুল হাদিস। যদিও 'আহলুল হাদিস' পরিভাষার বেশ কয়েকটি প্রয়োগ রয়েছে, অর্থাৎ বিভিন্ন অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ। কিন্তু আমরা যেহেতু ফিকহ নিয়ে আলাপ করছি, তাই এখানে ফিকহি দিক থেকে আহলেহাদিসদের পরিচয় খোলাসা করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ। ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে আহলুর রায়দের মূলনীতির বিরুদ্ধে গেছেন যেসব সালাফ, ফিকহে সেসব সালাফের মূলনীতি মান্য করা ব্যক্তিবর্গের সবাই আহলুল হাদিস।

আমার কথার প্রমাণ হিসেবে, আমি বিখ্যাত ফের্কাতত্ত্ববিদ আল্লামা আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারিম আশ-শাহরাস্তানি রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ৫৪৮ হি.) বক্তব্য পেশ করছি। তাঁর এই বক্তব্যের রেফারেন্সে আহলেহাদিসদের পরিচয় এবং ফিকহে তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ পেশ করেছেন ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর ডক্টরাল থিসিসে।[40]

আল্লামা শাহরাস্তানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৪৮ হি.) বলেছেন,

المجتهدون من أئمة الأمة: محصورون في صنفين؛ لا يعدوان إلى ثالث

أصحاب الحديث، وأصحاب الرأي:

[40] আল-গালিব, ***আহলেহাদীছ আন্দোলন,*** পৃ. ৫৪, ৫৫, ৬১।

أصحاب الحديث:

وهم أهل الحجاز؛ هم: **أصحاب مالك بن أنس، وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي، وأصحاب سفيان الثوري، وأصحاب أحمد بن حنبل،** وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهاني. وإنما سموا: أصحاب الحديث؛ لأن عنايتهم: بتحصيل الأحاديث، ونقل الأخبار، وبناء الأحكام على النصوص؛ ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا: خبرًا، أو أثرًا....

أصحاب الرأي:

وهم أهل العراق هم: أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت. ومن أصحابه: محمد بن الحسن، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن محمد القاضي، وزفر بن الهذيل، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وابن سماعة، وعافية القاضي، وأبو مطيع البلخي، وبشر المريسي.

وإنما سموا أصحاب الرأي؛ لأن أكثر عنايتهم: بتحصيل وجه القياس، والمعنى المستنبط من الأحكام، وبناء الحوادث عليها؛ وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد الأخبار.

উম্মতের মুজতাহিদ ইমামগণ দুটো শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ; তাঁদের কোনো তৃতীয় শ্রেণি নেই। (১) আসহাবুল হাদিস (২) এবং আসহাবুর রায়।

আসহাবুল হাদিস : তাঁরা হলেন আহলুল হিজাজ (হেজাজবাসী)। **তাঁরা হচ্ছেন মালিক বিন আনাসের মাজহাবের ফাকিহবৃন্দ, মুহাম্মাদ বিন ইদরিস আশ-শাফিয়ির মাজহাবের ফাকিহবৃন্দ, সুফইয়ান আস-সাওরির মাজহাবের ফাকিহবৃন্দ, আহমাদ বিন হাম্বালের মাজহাবের ফাকিহবৃন্দ** এবং দাউদ বিন আলি বিন মুহাম্মাদ আল-আসফাহানির মাজহাবের ফাকিহবৃন্দ। তাঁদেরকে আসহাবুল হাদিস বলা হয়; কারণ তাঁদের মূল প্রচেষ্টাই থাকে হাদিস সংগ্রহ ও হাদিসগুলো বর্ণনার প্রতি এবং তাঁরা বিধিবিধানের ভিত্তি রাখেন শরয়ি দলিলপ্রমাণের ওপর। হাদিস বা আসার পেয়ে গেলে তাঁরা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কিয়াসের দিকে ফিরে যান না।...

আসহাবুর রায় : তাঁরা হলেন আহলুল ইরাক তথা ইরাকবাসী। তাঁরা হচ্ছেন আবু হানিফা নুমান বিন সাবিতের মাজহাবের ফাকিহগণ। তাঁর মাজহাবের অন্যতম ফাকিহগণ হলেন : মুহাম্মাদ বিন হাসান, আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদ আল-কাদি, জুফার বিন হুজাইল, হাসান বিন জিয়াদ আল-লুলুয়ি, ইবনু সামাআহ, আফিয়া আল-কাদি, আবু মুতি আল-বালখি, বিশর আল-মির্রিসি। তাঁদেরকে 'আসহাবুর রায়' বলা হয়, কেননা তাঁদের অধিকাংশ প্রচেষ্টাই থাকে কিয়াসের কারণ অনুসন্ধানের প্রতি, বিধিবিধান থেকে উদ্‌ঘাটিত মর্মার্থের প্রতি; এবং এসবের ওপরেই তাঁরা উদ্ভূত বিষয়াবলির (নতুন নতুন

মাসায়েলের) ভিত্তি স্থাপন করেন। আর কখনো কখনো স্পষ্ট কিয়াসকে তাঁরা খবরে আহাদের (মুতাওয়াতির নয় এমন হাদিসের) ওপর প্রাধান্য দেন।[41]

যারা 'তারিখুল ফিকহ' সম্পর্কে জানেন, তাঁদের জন্য বলা বাহুল্য, শাহরাস্তানির লেখায় *'আসহাব'* মানে মাজহাবের ফাকিহবৃন্দ, এর মানে *ছাত্রবর্গ* নয়। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যায় বিশর আল-মিরিসির নাম থেকে, কারণ মুতাজিলি-গুরু বিদাতিদের ইমাম বিশর আল-মিরিসি—আলাইহি মিনাল্লাহি মা ইয়াসতাহিক—আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র ছিল, আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর নয়।

এই উক্তি অনুযায়ী, আহলুর রায় নন এমন সকল ফুকাহা ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে আহলুল হাদিসদের অন্তর্ভুক্ত বলেই বিবেচিত হবেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই শাইখ সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ ও তাঁর মতো সকল সালাফি ফাকিহ—চাই তিনি হাম্বালি হোন, কিংবা মালিকি বা শাফেয়ি—আহলেহাদিস হিসেবে বিবেচিত হবেন। তবে গোঁড়ামি করে যদি কেউ কোনো নির্দিষ্ট মাজহাব থেকে বের না হয়, দ্ব্যর্থহীন দলিল পাওয়ার পরেও এবং হক স্পষ্ট হওয়ার পরেও যদি নির্দিষ্ট মাজহাবের মত না ছাড়ে, বরং দলিলের ওপর মতকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে সে তো পথভ্রষ্ট লোক, যুগে যুগে আহলুস সুন্নাহর উলামাগণ এদের বিরোধিতা করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। কিন্তু গোঁড়ামি না করে আহলুল হাদিসদের কোনো মাজহাবের সাথে (তথা মালিকি, শাফিয়ি, হাম্বালি প্রভৃতির সাথে) নিজেকে সম্পৃক্ত করলেও তিনি আহলেহাদিস হিসেবেই পরিগণিত হবেন। পক্ষান্তরে গোঁড়ামির ব্যাপারটি কোনো মাজহাব বা সংগঠনের সাথে খাস নয়, বরং যারা হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ফিকহি মতের বাইরে যাওয়া সঠিক মনে করে না, চাই তারা আহলেহাদিস নামে এসব করুক, কিংবা কোনো মাজহাবের নামে, এরা সবাই গোঁড়ামি নিয়ে বসে আছে। এগুলো যেমন দেশের একদল দেওবন্দির মধ্যে দেখেছি আমরা, তেমনি আহলেহাদিস পরিচয় দিয়েও এসব করতে দেখেছি। আহলেহাদিস তো সেই ব্যক্তি, যিনি সালাফদের মূলনীতি অনুযায়ী চলবেন, মতভেদপূর্ণ বিষয়ে হক স্পষ্ট হলে সেটা যে মাজহাবের ফিকহেই থাকুক, সেটা গ্রহণ করবেন।

আহলেহাদিসদের এই মহান বৈশিষ্ট্যের কথা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

---

[41] আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারিম আশ-শাহরাস্তানি, ***আল-মিলাল ওয়ান নিহাল*** (মুআসসাসাতুল হালাবি কর্তৃক প্রকাশিত, তাবি), খ. ২, পৃ. ১১।

وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة؛ الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله ﷺ.

"এ থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, মানুষদের মধ্যে যাঁরা মুক্তিপ্রাপ্ত দল হওয়ার সবচেয়ে বড়ো হকদার, তাঁরা হলেন আহলুল হাদিস ও আহলুস সুন্নাহ; রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া যাঁদের কোনো অনুসরণীয় নেতা নেই, যাঁর পক্ষাবলম্বন করে তারা গোঁড়ামি করবেন।"[42]

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের প্রত্যেক সালাফি আলিমকে আমরা এই মানহাজের ওপর পেয়েছি। তারপরেও ফিকহি বিষয়ে ইখতিলাফ থাকবেই, এটা স্বাভাবিক, সে বিষয়ে আমাদের করণীয় সামনে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

এবার আসুন, আমরা বাংলাদেশের প্রখ্যাত আহলেহাদিস-পরিচিতিবিশারদ ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের ডক্টরাল থিসিস থেকে দেখে নিই, তিনি ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে আহলেহাদিসদের পরিচিতি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন। ড. গালিব স্যার 'আহলুস সুন্নাহর' প্রধান দুটো ফিকহি ধারার পেছনে দর্শনচর্চার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বলেছেন, "আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের মধ্যেও এর ঢেউ লাগে। ফলে ফিক্হ শাস্ত্র এই সময় 'আহলুল হাদীছ' ও 'আহলুর রায়' নামে দু'টি প্রধান ধারায় বিভক্ত হ'য়ে যায়।"[43] এরপর স্যার ফিকহি ধারাদুটোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সেসবের চুম্বকাংশ উল্লেখ করার আগে একটি বিষয়ের দিকে পাঠক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দেখুন, স্যারের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তিনি ফিকহের দুটো ধারাকেই আহলুস সুন্নাহর বিদ্বানের মধ্যে সংঘটিত হওয়া দুটো ধারা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। স্যার অন্য কোথাও ভিন্ন মত দিয়েছেন কিনা জানি না, *স্যারের উক্ত বক্তব্য অনুযায়ী হানাফিদের মধ্যে যেসব বিদ্বান গোঁড়ামি থেকে ও বিদাতি গণ্য হওয়ার মতো আকিদা থেকে মুক্ত ছিলেন, তাঁরাও আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।* হানাফি মানেই বিদাতি, কিংবা অন্য কোনো মাজহাবের বিদ্বান মানেই বিদাতি, বিষয়টি এমন নয়। আলহামদুলিল্লাহ স্যারের এই মতটি আমাদের কিবার সালাফি উলামাগণের বক্তব্যের সাথে

---

[42] আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** সংকলন ও বিন্যাস : আব্দুর রহমান বিন কাসিম (মদিনা : কিং ফাহাদ কমপ্লেক্স ফর কুরআন প্রিন্টিং, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৪৭।

[43] আল-গালিব, ***আহলেহাদীছ আন্দোলন,*** পৃ. ৫৪।

পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইমাম আলবানি, ইমাম ইবনু বাজ, ইমাম ইবনু উসাইমিনের মতো মহামতি ইমামগণকে আমরা এই মতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত পেয়েছি।

স্যার আরও লিখেছেন, “শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হিঃ/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ) উভয় দলের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আরও সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরে বলেন ‘কিয়াস করলেই তাকে ‘আহলুর রায়’ বলা হয়না।... কেননা আহমাদ, ইসহাক এমনকি শাফেঈ ও ‘আহলুর রায়’ নন। যদিও তাঁরা কেয়াস করেছেন এবং কুরআন-হাদীছ থেকে মাসআলার সমাধান বের করেছেন। বরং ‘আহলুর রায়’ বলতে তাঁদেরকে বুঝানো হয়, যারা (কোন বিষয়ে) মুসলিম উম্মাহ্‌র সম্মিলিত অথবা অধিকাংশের ঐক্যমত থাকা সত্ত্বেও বিগত কোন বিদ্বানের প্রবর্তিত উছূল বা ফেক্‌হী মূলনীতির ভিত্তিতে সমাধান বের করে থাকেন। হাদীছ ও আছার সমূহ সন্ধানের চাইতে বিগত কোন ঘটনার উপরে বর্তমান ঘটনার সাদৃশ্য বিধান এবং বিগত কোন বিদ্বানের উদ্ভাবিত উছূলের দিকে প্রত্যাবর্তনের দিকেই তাদের অধিকাংশ প্রচেষ্টা নিয়োজিত থাকে।

উপরোক্ত আলোচনায় কয়েকটি বিষয় অনুমিত হয়। যেমন (১) আহলুল হাদীছগণের ইস্তিদলালী পদ্ধতি প্রধানতঃ কুরআন, হাদীছ ও আছারে ছাহাবার উপরে ভিত্তিশীল। পক্ষান্তরে আহলুর রায়গণের ইস্তিদলালী পদ্ধতি প্রধানতঃ নিজেদের ইমাম বা মাযহাবী পন্ডিতগণের রচিত উছূল বা ফেক্‌হী মূলনীতি সমূহের উপরে ভিত্তিশীল (২) আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায় উভয়ে কেয়াস ও ইজতিহাদে বিশ্বাসী। কিন্তু উভয়ের দলীল গ্রহণের ভিত্তি ও পদ্ধতি ভিন্ন (৩) আহলুর রায়গণ নির্দিষ্ট ইমামের বা তাঁর মাযহাবের বিদ্বানদের গৃহীত উছূলের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার কারণে এক একজন ইমামের অনুসারী ‘মুকাল্লিদ’ হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছ সমূহের নিরপেক্ষ ও নিঃশর্ত অনুসরণ ব্যাহত হয়েছে।”[44]

স্যার এরপরে আরও লম্বা আলোচনা করে তাঁর থিসিসের ৬৫ পৃষ্ঠায় আহলেহাদিসদের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন। তিনি দীর্ঘ গবেষণা করে সর্বশেষ ফলাফল হিসেবে আহলেহাদিসের পরিচয় দিয়েছেন এই পৃষ্ঠায়। তিনি লিখেছেন, “এক্ষণে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির আলোকে আমরা আহলে হাদীছ-এর নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি। যেমন **“যারা সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ’তে সরাসরি অথবা তার ভিত্তিতে প্রদত্ত ফায়ছালাকে সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত**

[44] আল-গালিব, ***আহলেহাদীছ আন্দোলন,*** পৃ. ৫৫।

সমাধান হিসাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন ও নিঃশর্তভাবে তা গ্রহণ করেন, তাঁদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয়।""[45]

স্যারের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শাইখ সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ বর্তমান যুগে প্রথম সারির আহলেহাদিসদের অন্যতম, বরং তিনি আহলেহাদিসদের ইমাম। এমনকি এই সংজ্ঞা অনুযায়ী যুগে যুগে আগত সকল সুন্নাহপন্থি সালাফি বিদ্বান আহলেহাদিস, চাই তাঁদের কেউ নিজেদেরকে কোনো ফিকহি মাজহাবের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকুন, চাই না থাকুন। কারণ আমরা জানি, সর্বযুগে সালাফি উলামাগণ শরিয়তের দলিলকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাঁদের সাধ্যানুযায়ী হকের অনুসরণ করেছেন, গোঁড়ামি করেননি। গালিব স্যার তাঁর থিসিসে ৪৯-৮২ পৃষ্ঠা অবধি আহলেহাদিসের নামকরণ ও পরিচিতি নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা পেশ করেছেন। তিনি তাঁর এই গবেষণার কোথাও বলেননি, মাজহাবের সাথে সম্পৃক্তকারী আহলেহাদিস হতে পারবে না। বরং তিনি এটাই প্রমাণ করেছেন, যারা গোঁড়ামি করে অগ্রগণ্য দলিল পাওয়ার পরেও নিজের ইমামের মত থেকে বের হয় না, তারা আহলেহাদিস হতে পারবে না। স্যারের এই কথা যেমন মাজহাবের সাথে নিজেকে সম্পৃক্তকারী গোঁড়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি কোনো সংগঠন বা শাইখের গোঁড়া ভক্তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যারা হক স্পষ্ট হওয়ার পরেও নিজের অনুসরণীয় নেতার মতামত থেকে বের হয় না।

স্যারের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকেও আমাদের কথা সুসাব্যস্ত হয়। স্যার লিখেছেন, "আহলেসুন্নাতের সকল ইমাম ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে একবাক্যে স্বীকার করেছেন ও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য তাঁদের অনুসারীদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সে কারণে আমরা তাঁদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলতে পারি। তাঁদের মুকাল্লিদ অনুসারীগণ পরবর্তীকালে ইমামদের নামে 'মাযহাব' রচনা করেছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছের ঊর্ধ্বে ইমামের বা পরবর্তী কোন মাযহাবী বিদ্বানের ফৎওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ফলে মালেক, শাফেঈ অবশ্যই আহলেহাদীছ হ'লেও তাঁদের অনুসারী মালেকী বা শাফেঈগণ তাকলীদের কারণে **অনেক সময়** আহলেহাদীছ থাকেন না। কারণ নিরপেক্ষভাবে হাদীছ গ্রহণ ও সর্বাবস্থায় ছহীহ হাদীছকে অগ্রাধিকার দান করার যে মৌলিক বৈশিষ্ট্য আহলেহাদীছদের রয়েছে, তাকলীদের কারণে অনেক ক্ষেত্রে মুকাল্লিদগণ তা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।"[46]

---

[45] আল-গালিব, ***আহলেহাদীছ আন্দোলন,*** পৃ. ৬৫।

[46] আল-গালিব, ***আহলেহাদীছ আন্দোলন,*** পৃ. ৫৬-৫৭।

স্যারের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বিশুদ্ধ সুস্পষ্ট দলিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও যারা কোনো ইমাম বা বিদ্বানের তাকলিদের ওপর অটল থাকে, তারা আহলেহাদিস নয়। মাজহাবের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করলেই আহলেহাদিস থাকে না, এমন কথা স্যার বলেননি। বরং তাঁর কথার মর্মার্থ থেকে বোঝা যাচ্ছে, মালেকি বা শাফেয়িরাও অনেক সময় আহলেহাদিস থাকে; কেবল তখনই একজন মালেকি বা শাফেয়ি আহলেহাদিসদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে না, যখন তারা বিশুদ্ধ দলিলের ওপর কোনো ইমাম বা বিদ্বানের মতকে প্রাধান্য দেয়। স্যারের এই দাবি বড়োই ইনসাফের দাবি। যদি স্যারের এই কথা মেনে না নিই আমরা, তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহর মতো অসংখ্য আহলেহাদিস সিপাহসালারদেরকে 'গাইরে আহলেহাদিস' বলে দিতে হবে, যাঁরা সারাজীবন বিলিয়ে দিয়েছেন বিদাত ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধাচরণ করে। এবং আজকে আমরা ও আমাদের বাপ-দাদা-পরদাদারা যে আহলেহাদিস হতে পেরেছি, এর পেছনেও আল্লাহ মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন মহামতি ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ও তাঁর দাওয়াতকে; মহান আল্লাহর ফজল ও করমে আমাদের ওপরে ইমাম মুহাম্মাদের বিরাট অনুগ্রহ রয়ে গেছে। যারা ইনসাফের সাথে ইমাম মুহাম্মাদের দাওয়াতি ইতিহাস ভালো করে পড়বেন, তাঁরাই এ কথার সাক্ষ্য দেবেন এবং আমাদের অসংখ্য বিদ্বান এ কথার সাক্ষ্য অলরেডি দিয়েছেন।

আমাদের আহলেহাদিসদের এই মহান ইমাম শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহর দাওয়াত ও আদর্শ সম্পর্কে স্পষ্ট করে তাঁর পুত্র ইমাম আব্দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

مذهبنا في أصول الدين، مذهب أهل السنة والجماعة، وطريقتنا طريقة السلف، التي هي الطريق الأسلم، بل والأعلم والأحكم، ... **ونحن أيضا في الفروع، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل**، ... إلا أننا في بعض المسائل، إذا صح لنا نص جلي، من كتاب، أو سنة غير منسوخ، ولا مخصص، ولا معارض بأقوى منه، وقال به أحد الأئمة الأربعة: أخذنا به، وتركنا المذهب.

"দিনের মৌলিক বিষয়ে আমাদের মাজহাব হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মাজহাব। আমাদের আদর্শ হলো সালাফদের আদর্শ; যেই আদর্শই সবচেয়ে নিরাপদ, বরং সবচেয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ও সবচেয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ।... **অনুরূপভাবে আমরা (দিনের) শাখাগত বিষয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের মাজহাবের ওপরে রয়েছি।...** তবে কিছু মাসায়েলে কিতাব কিংবা সুন্নাহ থেকে যখন আমাদের কাছে এমন কোনো স্পষ্ট নস (দ্ব্যর্থহীন দলিল) প্রমাণিত হয়, যেই দলিলটি মানসুখ বা রহিতও নয়, অন্য দলিলের মাধ্যমে 'খাস তথা

নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য'-ও নয়, আবার তারচেয়ে শক্তিশালী দলিলের সাথে সাংঘর্ষিকও নয়, এবং চার ইমামের কেউ না কেউ সেই দলিল অনুযায়ী মত দিয়েছেন, তখন আমরা সেই দলিলসমৃদ্ধ মতটি গ্রহণ করি এবং মাজহাব ত্যাগ করি।" [নাজদের বিশিষ্ট বিদ্বানগণ, আদ-দুরারুস সানিয়্যা ফিল আজউয়িবাতিন নাজদিয়্যা, তাহকিক : আব্দুর রহমান বিন কাসিম (প্রকাশনার নামবিহীন, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২৬-২২৭]

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ও তাঁর অনুসারীরা *'নিজেদের থেকে নতুন নতুন মত আবিষ্কার করে'* এমন অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আহলেহাদিস বিদ্বান ইমাম মুহাম্মাদ বাশির আস-সাহসাওয়ানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩২৬) ইমাম মুহাম্মাদের পুত্র ইমাম আব্দুল্লাহর উক্ত বক্তব্যটি নিয়ে এসেছেন এবং নাজদি দাওয়াতের ইমামগণ যে হাম্বালি মাজহাবের ওপর ছিলেন, কিন্তু গোঁড়ামি করে হাম্বালি মাজহাবের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেন না, সেকথার প্রমাণ দিয়েছেন।[47] বলা বাহুল্য, ইমাম সাহসাওয়ানি আমাদের মতো কমজোর আহলেহাদিসদের চেয়ে বড়ো আহলেহাদিস ছিলেন, আহলেহাদিসদের ইমাম *'শাইখুল কুল ফিল কুল'* খ্যাত আল্লামা নাজির হুসাইন দেহলবি রাহিমাহুল্লাহর বিশিষ্ট ছাত্রদের একজন ছিলেন। আহলেহাদিসদের বড়ো বড়ো বিদ্বানদের লিস্টে ইমাম সাহসাওয়ানির কথা উল্লেখ করেছেন শাইখ আব্দুল্লাহ আল-কাফি আল-কুরাইশি রাহিমাহুল্লাহ।[48] অনুরূপভাবে শাইখ কুরাইশি রাহিমাহুল্লাহ গর্বের সাথে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের নাম উল্লেখ করেছেন আহলেহাদিস আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে।[49]

একইভাবে ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে আহলেহাদিসের পরিচয় আমরা বিশিষ্ট আহলেহাদিস বিদ্বান ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি রাহিমাহুল্লাহ থেকেও জানতে পারি। তিনি বলেছেন, **"আহলুল হাদিসগণ এ হিসেবেই সুপরিচিত যে, তাঁরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁর নিকট থেকে আগত দিনকে অনুসরণ করে, চাই তা মানবীয় রায়ের সাথে মিলে যাক, কিংবা রায়ের বিরোধী হোক।"**[50]

---

[47] মুহাম্মাদ বাশির আস-সাহসাওয়ানি, ***সিয়ানাতুল ইনসান আন ওয়াসওয়াসাতিশ শাইখ দাহলান*** (আল-মাতবাআতুস সালাফিয়্যা, ৩য় প্রকাশ, তাবি), পৃ. ৪৮৪।

[48] আল-কোরাইশী, ***আহলে হাদীস পরিচিতি,*** পৃ. ৮৭-৮৯।

[49] আল-কোরাইশী, ***আহলে হাদীস পরিচিতি,*** পৃ. ৭১-৭৫।

[50] মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***রিহলাতুন নুর অডিয়ো সিরিজ,*** ক্লিপ নং : ১১৬, লিংক : https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=257604।

এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইমাম আলবানি রাহিমাহুল্লাহর কথা অনুযায়ী মানুষের রায়ের ওপরে যাঁরা হাদিসকে প্রাধান্য দেন, তাঁরাই হলেন আহলেহাদিস। শাইখ সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ এই নীতির ওপরই আছেন। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। শাইখকে প্রশ্ন করা হয়েছে, "সৌন্দর্যের জন্য দাড়ি ছোটো করার বিধান কী? কিংবা (এক্ষেত্রে) কোনো মাজহাবের মত গ্রহণের বিধান কী?" শাইখ উত্তরে বলেছেন, "আমরা মাজহাবের মত গ্রহণ করি না। আমরা গ্রহণ করি দলিল। আর দাড়ি ছোটো করার পক্ষে কোনো দলিল সাব্যস্ত হয়নি।"[51] অথচ হাম্বালি মাজহাবের মত অনুযায়ী, এক মুষ্টির বাইরে দাড়ি কেটে ফেলায় কোনো বাধা নেই, এটা বৈধ।[52] শাইখ ফাওজান দলিলের আলোকে এই বিষয়ে হাম্বালি মাজহাবের মত পরিত্যাগ করেছেন এবং স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি দলিল অনুযায়ী মত গ্রহণ করেন, অগ্রগণ্য দলিলের বিপরীতে মাজহাবের মত নয়।

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এখানে আহলেহাদিসদের যেই পরিচয় উল্লেখ করলাম, সেরকমই বলেছেন ভারতের বিশিষ্ট আহলেহাদিস বিদ্বান শাইখ উজাইর শামস হাফিজাহুল্লাহ। শাইখও ফিকহের দুটো ধারার কথা বলেছেন, একটি আহলেহাদিসদের ধারা, আরেকটি আহলুর রায়দের ধারা। তিনি প্রথম ধারার ইমামদের নাম হিসেবে ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমাদ, ইমাম সুফইয়ান সাওরি প্রমুখের নাম নিয়েছেন এবং আহলুর রায়দের ধারার ইমামদের নাম হিসেবে আবু হানিফা ও তাঁর অনুসারীবর্গের নাম নিয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, ফিকহের ক্ষেত্রে আহলুল হাদিস ইমামদের মূলনীতির ওপর চলেছেন এমন সকল ব্যক্তি আহলেহাদিস হিসেবে বিবেচিত হবেন। কিন্তু আহলেহাদিসদের কোনো ইমামের প্রতি গোঁড়ামি করে বিশুদ্ধ দলিল জানার পরেও ইমামের মাজহাব থেকে বের হয় না যারা, তারা আহলেহাদিস হিসেবে বিবেচিত হবে না। **অপরপক্ষে আহলুর রায়দের মাজহাবের প্রতি নিজেদের সম্পৃক্ত করেছেন যেসব বিদ্বান তাঁদের মধ্যেও যাঁরা দলিল স্পষ্ট হওয়ার পর হানাফি মাজহাব থেকে বের হয়ে এসেছেন, তারা আর 'আহলুর রায়' বলে বিবেচিত হবেন না।** শাইখ উজাইর উদাহরণ হিসেবে ইমাম ইবনু আবিল ইজ আল-হানাফি এবং হানাফি ফাকিহ আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবির নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা বিশুদ্ধ ও অগ্রগণ্য দলিলের ভিত্তিতে বিভিন্ন মাসায়েলে হানাফি মাজহাব থেকে বের হয়েছেন। অর্থাৎ ইবনু আবিল ইজ ও লক্ষ্ণৌবি হানাফি বিদ্বান

[51] দ্রষ্টব্য : https://youtu.be/di6Fv3rDXhk?si=El4DqQmpu0xivHCe।

[52] আল-মারদাওয়ি, ***আল-ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজিহি মিনাল খিলাফ,*** খ. ১, পৃ. ১২১; মানসুর বিন ইউনুস আল-বুহুতি, কাশশাফুল কিনা আনিল ইকনা, খ. ১, পৃ. ১৫৭।

হওয়া সত্ত্বেও শাইখের কাছে তাঁরা আর আহলুর রায় হিসেবে বিবেচিত হবেন না, বরং আহলেহাদিস হিসেবে বিবেচিত হবেন, কারণ তাঁরা রায়-কিয়াসের ওপর শরিয়তের দলিলপ্রমাণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিস্তারিত জানতে শাইখের সম্পূর্ণ লেকচারটি দেখতে পারেন।[53] সুতরাং শাইখ উজাইর শামস রাহিমাহুল্লাহর দেওয়া পরিচয় মোতাবেকও শাইখ সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ ফিকহে 'আহলেহাদিস' হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছেন। ফালিল্লাহিল হামদ।

অতএব, এই প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের বিপরীতে ফিকহের ক্ষেত্রে আহলেহাদিসদের 'নতুন-নতুন' পরিচয়ের কোনো মূল্য নেই আমাদের কাছে। কেউ কেউ তো আবার গালিব স্যারের সংগঠন করে এসব বলে বেড়াচ্ছেন। সংগঠন করা সহজ, কিন্তু তাঁর বই সমঝদারিতার সাথে পড়ে সেই আদর্শ ধারণ করা সহজ নয়। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা দেশের গোঁড়া বিদাতিদের মতো নই, বরং আকিদা ও ফিকহে আহলেহাদিস বলেই যুগ যুগ ধরে আমল করে আসা বিষয়ের বিপরীতে হক পেলে সেটা গ্রহণ করতে দ্বিধা করি না। এটা বলি না যে, আমার চৌদ্দোপুরুষ আহলেহাদিস ছিলেন, তাঁরা এই আমল করে গেছেন এবং অমুক-অমুক আহলেহাদিস বিদ্বান এই মত দিয়েছেন, তাই এই মতের বিরুদ্ধে হক পেলেও সেটা মানব না। কিন্তু এমন বহুজনকে পাবেন, সে হক বুঝে ফেলার পরেও তার আহলেহাদিস শাইখের মতের বাইরে যেতে আগ্রহী না। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। আমার এসব কথা শুনে অনেকে আবার আমার বংশ চেক করার চিন্তা করবে। তাদের জ্ঞাতার্থে বলে রাখি, আমার বাপ-দাদা-পরদাদা আহলেহাদিস, তোমাদের অনেকেই যারা বাংলা ভাষায় আহলেহাদিসদের মনীষী ও তাদের লেখা বড়ো হয়ে পড়েছ, জেনেছ কিংবা সবেমাত্র পড়ছ, এসব লেখা আমি বাচ্চাকালে পড়েছি, সাবালক হওয়ার আগেই। তাই তোমাদের এসব ট্রিক আমার সাথে খাটাতে এসো না। যদিও *'বংশগতভাবে আহলেহাদিস না হলে কেউ আহলেহাদিস হতে পারবে না, কিংবা ট্রাস্টওর্দি আহলেহাদিস হতে পারবে না,'* এ ধরনের কথা শয়তানের ওয়াসওয়াসা ছাড়া কিছুই না। আল্লাহ কাকে দিয়ে কী খেদমত করাবেন ইসলামের, তিনিই ভালো জানেন; এটার সাথে বংশের কোনো সম্পর্ক নেই। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ "যার আমল তাকে পিছিয়ে রেখেছে, তার বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।"[54]

---

[53] দ্রষ্টব্য : https://youtu.be/DHqNoBxgcS4?si=Gqq74ud6nvmFkggT।

[54] আবু দাউদ, হা. ৩৬৪৩, সনদ : সহিহ (তাহকিক : আলবানি)।

[৭] দেশের আহলেহাদিস জনসাধারণের কাছে *‘আহলেহাদিস-খ্যাত’* দায়ি ও উলামাদের ফিকহে এবং ফিকহের মূলনীতিতে সৃষ্ট মতভেদ

কিছু আহলেহাদিস ভাই অজ্ঞতাবশত বলেন, “কোনো মাজহাবের ফিকহ আহলেহাদিসদের ফিকহের কিতাব হতে পারে না। বরং বিভিন্ন মতের মধ্যে অগ্রগণ্য মতগুলোই হলো আহলেহাদিসদের ফিকহ।” এই ভাইদের ধারণা যে কী পরিমাণ ভ্রমাত্মক, তা একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। আমরা এটার জবাব দিচ্ছি :

তাহলে ভাই, আপনিই বলেন, কার কাছে অগ্রগণ্য হলে কোনো মত আহলেহাদিসদের ফিকহ হবে? আপনি এর জবাব দুটোর কোনো একটা দেবেন : **(১)** হয় বলবেন, ‘কুরআন-হাদিস অনুযায়ী যেটা অগ্রগণ্য, সেটা আহলেহাদিসদের ফিকহ।’ তাহলে প্রশ্ন আসবে, আহলেহাদিসদের সকল ইমামই তো কুরআন-হাদিস অনুযায়ী মত দিয়েছেন, বিভিন্ন মতের মধ্যে প্রাধান্য দিয়েছেন; সেক্ষেত্রে কোন ইমামের মত অগ্রগণ্য বা প্রাধান্যপ্রাপ্ত ফিকহ হিসেবে আহলেহাদিসদের ফিকহ? কেউ কেউ না বুঝেই গোঁ ধরে বলতে পারেন, ‘যেটা কুরআন-সুন্নাহর সাথে মিলছে সেই মতটাই কেবল আহলেহাদিস ফিকহ, অন্যগুলো না।’ জবাবে বলব, বাস্তবে যেই মতটাকে আপনি নিজে প্রাধান্য দিচ্ছেন, সেটাকে আপনি *‘আহলেহাদিসদের ফিকহ’* বলে বাকি আহলেহাদিস ইমামদের মতকে আপনি আহলেহাদিসদের ফিকহ থেকে খারিজ করে দিচ্ছেন। ইতঃপূর্বে কোন কোন আহলেহাদিস ইমাম এমনটি করেছেন, তার প্রমাণ না দিয়ে নিজের বুঝ জোর করে আহলেহাদিস সমাজের ওপর চাপাবেন না। আশা করছি, নিজের আখেরাতের ব্যাপারে আপনি সচেতন; তাই দিনের যে বিষয়ে আপনি পারেন না, গভীর জ্ঞান রাখেন না, সে বিষয়ে কথা বলে নিজের আখেরাত নষ্ট করবেন না।

(২) আর নয়তো বলবেন, ‘অমুক ইমাম কোনো মাজহাবের প্রতি নিজেকে সম্পৃক্ত করতেন না, অতএব তাঁর মতগুলো আহলেহাদিসদের ফিকহ।’ কিংবা সরাসরি বলবেন, ‘অমুক ইমামের মতগুলো আহলেহাদিসদের ফিকহ।’ এই অভিযোগের জবাব ইতঃপূর্বে দিয়েছি। পুনরায় বলছি, গ্রহণযোগ্য মতভেদপূর্ণ বিষয়ে আপনি যেই আহলেহাদিস ইমামের মতই নিয়ে আসুন না কেন, তার বিপরীতে আমরা অন্য আহলেহাদিস ইমামের মত দেখাতে পারব। তাই একজন ইমামের মতগুলোকে *‘আহলেহাদিসদের ফিকহ’* বলে বাকিগুলোকে বের করে দেওয়ার তৎপরতাকে আমরা পূর্বোদ্ধৃত আহলেহাদিসদের

পরিচয়ের আলোকে বলতে পারি, 'আহলেহাদিসের মোড়কে আহলুর-রায়ের মাজহাব প্রতিষ্ঠার অপতৎপরতা'। কারণ আহলেহাদিসদের ফিকহ এমন মুক্ত ফিকহের অঙ্গন, যেখানে যেকোনো মুজতাহিদ বা বা যোগ্য তালিবুল ইলমের কাছে কোনো মতের বিপরীতে হক স্পষ্ট হলে তিনি সেই মত ছেড়ে হকের নিকটবর্তী মতটি গ্রহণ করতে পারেন; তিনি কোনো নির্দিষ্ট ফিকহের কিতাব বা মাজহাবের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেন না। তবে সালাফগণ তাঁদের যুগে যেসব মাসায়েলে কথা বলেছেন, সেসবের মধ্যে তাঁদের মতের বিপরীতে নতুন-নতুন মত তৈরি করার অনুমোদন দেন না আহলেহাদিস বিদ্বানগণ, বরং তাঁদের বিভিন্ন মতের মধ্যে যার কাছে যেই মত হকের অধিক নিকটবর্তী বিবেচিত হবে, তিনি সেটা মানতে পারেন। অবশ্য নবউদ্ভূত বিষয়াবলির কথা ভিন্ন, সেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগ্য সালাফি মুজতাহিদগণ মত দেবেন দলিলপ্রমাণ অনুযায়ী। এখানে নতুন মতের ব্যাপারে আমি যা বললাম, তা আল্লামা সুলাইমান আর-রুহাইলি হাফিজাহুল্লাহ বলেছেন তাঁর *'দিরাসাতুন ফিল মানহাজ'* কিতাবে।[55]

সালাফদের সবাই কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী মত দেওয়ার পরেও যে দিনের শাখাগত বিষয়ে, বিশেষত ফিকহি বিষয়ে, তাঁদের মধ্যে অসংখ্য মাসায়েলে মতভেদ হয়েছিল, তা আমাদের বুঝতে হবে। মতভেদের কারণ এটা নয় যে, তাঁদের কেউ কেউ ইচ্ছা করে সহিহ হাদিস মানতেন না। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। আবার মতভেদের কারণ কেবল এটা নয় যে, তাঁদের কাছে সহিহ হাদিস পৌঁছেনি। বরং সহিহ হাদিস পৌঁছার পরেও বুঝের ভিন্নতার কারণে মতভেদ হতে পারে, যেমনটি তাঁদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। কিন্তু তবুও সালাফগণ এসব বিষয়ের কারণে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হননি এবং নিজেদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করেননি। এই বাস্তবতা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *'রফউল মালাম আনিল আইম্মাতিল আলাম'* কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সালাফদের যুগে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্যের পেছনে অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করেছেন এবং ইমামদেরকে ওজর দিয়েছেন। পরবর্তীতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবি রাহিমাহুল্লাহও মতভেদের কারণ বিষয়ে কিতাব রচনা করেছেন; সেখানে এ বিষয়ক প্রামাণ্য আলোচনা দেখতে পারেন।[56]

---

[55] সুলাইমান বিন সালিমুল্লাহ আর-রুহাইলি, ***দিরাসাতুন ফিল মানহাজ*** (ট্রান্সক্রাইবড বাই মাকতাবুল ইমামিল মুজানি), পৃ. ৩৫-৩৭।

[56] শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি, ***আল-ইনসাফ ফি বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ,*** তাহকিক : আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (বৈরুত : দারুন নাফায়িস, ২য় প্রকাশ, ১৪০৪ হি.), পৃ. ৪১-৪৫।

আমি আহলেহাদিস বিদ্বান ও দায়িদের অসংখ্য মতভেদ থেকে কিছু মাসায়েলের মতভেদ পেশ করছি, যা থেকে আমাদের দাবির বাস্তবতা বুঝতে পারবেন।

১. নামাজে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' সরবে পড়তে হবে, না নীরবে পড়তে হবে এ নিয়ে মতভেদ হয়েছে আহলেহাদিস বিদ্বানদের মাঝে। স্বয়ং আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রাহিমাহুল্লাহ আহলেহাদিসদের মধ্যকার এই মতভেদ উল্লেখ করেছেন।[57] এই মাসআলাকে কেন্দ্র করে মসজিদ আলাদা করে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে আমাদের দেশের আহলেহাদিসদের মধ্যে। উস্তাজ আব্দুর রউফ খুলনাবি রাহিমাহুল্লাহ সরবে পড়ার মত পোষণ করতেন। তাঁর প্রচারকৃত মতের কারণে মসজিদ আলাদা করার ঘটনা ঘটে। তখন উস্তাজ আব্দুর রউফের খণ্ডন করে উস্তাজ আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী হাফিজাহুল্লাহ একটি পুস্তিকা লিখেন। **পুস্তিকাটির নাম :** *নামাযে বিসমিল্লাহর বিধান।* দেশের আহলেহাদিস দায়িদের মধ্যে এ বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মতভেদ রয়েছে, আমরা সবার নাম ও রেফারেন্স দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করছি না। এখন বলেন, কোনটা আহলেহাদিসদের ফিকহ, উস্তাজ ফাইযী যে মত গ্রহণ করেছেন সেটা, না আব্দুর রউফ সাহেবের মত? আমাদের কাছে দুটোই আহলেহাদিসদের মত হতে সমস্যা নেই। কিন্তু তাদের কাছে সমস্যা, যারা ভাবে— যেটা অগ্রগণ্য, সেটাই কেবল আহলেহাদিসদের ফিকহ। তাদের কাছে যদি ফাইযী সাহেবের মত সঠিক মনে হয়, তাহলে বলবে, নীরবে পড়া আহলেহাদিসদের ফিকহ, আব্দুর রউফ সাহেবের মত নয়! আবার তাদের কাছে আব্দুর রউফ সাহেবের মত সঠিক মনে হলে বলবে, জোরে পড়া আহলেহাদিসদের ফিকহ, ফাইযী সাহেবের মত নয়! এভাবে এদের স্বভাব ও দাবি অনুযায়ী প্রত্যেকটা মতভেদপূর্ণ মাসআলায় ঝামেলা চলতে থাকবে এবং একেকজনের কাছে একেকটা মত *'আহলেহাদিসদের ফিকহ'* বিবেচিত হবে, অন্যগুলো হবে বাতিল। এদের একজন নিজের কাছে অগ্রগণ্য হওয়া মতের ভিত্তিতে বলবে, 'না, এই মত আহলেহাদিসদের ফিকহ, ওটা না।' আরেকজন তার কাছে অগ্রগণ্য হওয়া মতের ভিত্তিতে বলবে, 'ওটাই আহলেহাদিসদের ফিকহ, তোর মতটা না!' নাউজুবিল্লাহি মিনাল খিজলান।

২. মুক্তাদি ইমামের পেছনে সকল নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে। প্রখ্যাত আহলেহাদিস দায়িদের অনেকের মতে, জেহেরি বা সির্রি তথা সরব বা নীরব কেরাতবিশিষ্ট সকল নামাজেই মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পাঠ করবে। এই মত

---

[57] মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, ***তুহফাতুল আহওয়াজি বি শারহি জামিয়িত তিরমিজি*** (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তাবি), খ. ২, পৃ. ৪৭।

পোষণ করেছেন ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব,[58] ড. শহীদুল্লাহ খান মাদানী,[59] ড. মুযাফফর বিন মুহসিন-সহ[60] আরও অনেকে। পক্ষান্তরে ইমাম আলবানি, উস্তাজ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম মাদানী প্রমুখের মতে, কেবল নীরব কেরাতবিশিষ্ট নামাজেই মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়বে, সরব কেরাতবিশিষ্ট নামাজে নয়।[61] আমাদের কাছে দুটোই আহলেহাদিসদের ফিকহ। *'অগ্রগণ্য মতওয়ালা'* সমালোচকরা বলুক, কোনটা আহলেহাদিসদের ফিকহ?

৩. ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে মুক্তাদি রাকাতটি গণ্য করবে কিনা সে বিষয়েও মতভেদ হয়েছে। আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী,[62] তাঁর ছাত্র আল্লামা উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (তাঁর বক্তব্য থেকে এমনটিই বোঝা যায়),[63] ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব-সহ[64] আরও অনেকের মতে, কেবল রুকু পেলে সেই রাকাত গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আলবানি,[65] আল্লামা শামসুল হক আজিমাবাদী (তাঁর বক্তব্য থেকে এমনটি বোঝা যায়),[66]

---

[58] মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ***ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)*** (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৮৮, ৯৫, ৯৬।

[59] মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, ***মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা*** (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ প্রকাশ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৭১-৭৩।

[60] মুযাফফর বিন মুহসিন, ***জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছালাত*** (রাজশাহী : আস-সিরাত প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ২২৮।

[61] মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি (সিফাতু সালাতিন নাবি),*** অনুবাদ ও সম্পাদনা : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম আবূ রাশাদ আজমাল বিন আব্দুন নূর (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ৭ম প্রকাশ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৮৩-৮৫।

[62] আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, ***তুহফাতুল আহওয়াজি,*** খ. ৩, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

[63] উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী, ***মিরআতুল মাফাতিহ,*** খ. ৪, পৃ. ৩৪-৩৫।

[64] আল-গালিব, ***ছালাতুর রাসূল (ছাঃ),*** পৃ. ৯৬-৯৯।

[65] মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***ইরওয়াউল গালিল ফি তাখরিজি মানারিস সাবিল*** (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ২য় প্রকাশ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৬৪।

[66] আবু তাইয়্যিব মুহাম্মাদ শামসুল হক আল-আজিমাবাদী, ***আওনুল মাবুদ শারহু সুনানি আবি দাউদ*** (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি.), খ. ৩, পৃ. ১১০-১১৩।

উস্তাজ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম,[67] উস্তাজ আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী[68] প্রমুখের মতে, ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে সেই রাকাত গণ্য হয়ে যাবে। আমাদের কাছে দুটোই আহলেহাদিসদের ফিকহ, যার কাছে যেই মত বেশি সঠিক বিবেচিত হবে, তিনি সেটার ওপর আমল করবেন। কিন্তু 'অগ্রগণ্য মতওয়ালা' সমালোচকরা বলুক, কোনটা আহলেহাদিসদের ফিকহ?

এগুলো গেল ফিকহের মতভেদ। ফিকহ ছাড়াও উসুলুল ফিকহ তথা ফিকহের মূলনীতিতেও মতভেদ রয়েছে আহলেহাদিস বিদ্বান ও দায়িদের মধ্যে। আমি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

১. সাহাবির কথা শরিয়তের দলিল কিনা তা নিয়ে মতভেদ হয়েছে। অর্থাৎ সাহাবির এমন কথা, যার বিপরীতে কুরআন থেকে, অথবা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিংবা অন্য কোনো সাহাবি থেকে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না, কিংবা কথাটির ওপর সাহাবিরা সবাই একমত ছিলেন এমনটিও জানা যায় না, সেই কথা শরিয়তের দলিল হতে পারবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ হয়েছে। ইবনু হাজম আল-আন্দালুসি[69] ও আল্লামা শাওকানি[70] (যাঁরা দুজন দেশের অনেক সালাফি দায়ির কাছে আহলেহাদিস হিসেবে প্রসিদ্ধ), শাইখ আব্দুল্লাহ আল-কাফি আল-কুরাইশি[71] প্রমুখের মতে, সাহাবির কথা শরিয়তের দলিল নয়।

---

[67] আব্দুল আজীজ নূরুস্তানী, ***নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর ছলাত আদায়ের পদ্ধতি,*** সম্পাদক : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম (ঢাকা : ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইন্সটিটিউট, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৩৩-৩৬।

[68] আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী, ***স্বালাতে মুবাশশির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)*** (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ৩য় প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩৮১।

[69] আবু মুহাম্মাদ আলি বিন আহমাদ ইবনু হাজম আল-আন্দালুসি, ***আল-মুহাল্লা বিল আসার,*** তাহকিক : আব্দুল গাফফার সুলাইমান (বৈরুত : দারুল ফিকর, তাবি), খ. ১, পৃ. ৭২।

[70] মুহাম্মাদ বিন আলি আশ-শাওকানি, ***ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকিকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসুল,*** তাহকিক : আহমাদ আজবু ইনায়া (দেমাস্ক : দারুল কিতাবিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৮৭-১৮৮।

[71] আল-কোরাইশী, ***আহলে হাদীস পরিচিতি,*** পৃ. ১১৬।

পক্ষান্তরে আহলেহাদিসদের ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া,[72] আল্লামা ওয়াসিউল্লাহ আব্বাস,[73] উস্তাজ আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী[74] প্রমুখের মতে, অন্য কোনো শরয়ি দলিলের বিরোধী না হলে সাহাবির বক্তব্য শরিয়তের দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। আপনি এবার চিন্তা করেন, সাহাবির কথা দলিল কিনা সেটা নিয়েই যদি মতভেদ হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ফিকহি মাসায়েলে মতভেদ হবে না কি? কেননা একদল বিদ্বান যদি সাহাবি থেকে কোনো কাজের অনুমোদন পান, তাহলে সেটাকে তিনি বৈধ বলবেন, কিন্তু আরেকদল বিদ্বানের কাছে সাহাবির কথা দলিল হিসেবে গৃহীত না হওয়ায় তাঁরা সেই কাজকে বৈধ বলবেন না। সুতরাং ফিকহি মাসায়েলে মতভেদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

২. কিয়াস শরিয়তের দলিল কিনা তা নিয়ে মতভেদ হয়েছে। ইবনু হাজম আল-আন্দালুসি,[75] আল্লামা শাওকানি[76] প্রমুখের মতে কিয়াস শরিয়তের দলিল নয়। বাংলাদেশের অনেক আহলেহাদিস দায়িই এই মত পোষণ করেছেন। শাইখ আব্দুল্লাহ আল-কাফি আল-কুরাইশি রাহিমাহুল্লাহ জানিয়েছেন, এ বিষয়ে মতভেদ আছে, তবে অধিকাংশ আহলেহাদিস বিদ্বানের মতে বিশুদ্ধ কিয়াস শরিয়তের দলিল।[77] আর ইমাম আলবানি,[78] আল্লামা ওয়াসিউল্লাহ আব্বাস[79] প্রমুখের মতে কিয়াস শরিয়তের দলিল।

---

[72] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ২০, পৃ. ১৪।

[73] মুহাম্মাদ ওয়াসিউল্লাহ আব্বাস, ***আল-ইত্তিবা ওয়া উসূলু ফিকহিস সালাফ*** (কায়রো : দারুল ইস্তিকামা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ১১৭।

[74] আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী, ***ইসলামী শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা*** (লেখকের অফিসিয়াল সাইট থেকে সংগৃহীত অন্তর্জালিক সংস্করণ), পৃ. ২৩-২৪।

[75] ইবনু হাজম, ***আল-মুহাল্লা,*** খ. ১, পৃ. ৭৮।

[76] আশ-শাওকানি, ***ইরশাদুল ফুহুল,*** খ. ২, পৃ. ১০৩-১০৪।

[77] আল-কোরাইশী, ***আহলে হাদীস পরিচিতি,*** পৃ. ১১৬।

[78] মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***সিলসিলাতু ফাতাওয়া জুদ্দাহ,*** টেপ নং : ৩৬, ক্লিপের লিংক : https://youtu.be/r5yl_yrRfu8?si=14ZYNnlICR2393T2।

[79] ওয়াসিউল্লাহ আব্বাস, ***আল-ইত্তিবা ওয়া উসূলু ফিকহিস সালাফ,*** পৃ. ১১৭।

বাঙালি দায়িদের মধ্যে উস্তাজ আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী-সহ আরও অনেকেই কিয়াসকে শরিয়তের দলিল মনে করেন।[80]

এখানে মনে রাখা উচিত, সালাফদের যুগে সালাফগণ প্রয়োজনে কিয়াস ব্যবহার করেছেন এবং এর সিদ্ধতার ওপর তাঁরা একমত ছিলেন। সর্বপ্রথম কিয়াস অস্বীকার করেছিল বিদাতি মুতাজিলি ফের্কার ইমাম ইবরাহিম বিন সাইয়্যার আন-নাজ্জাম। পরবর্তীতে মুতাজিলিদের আরও অনেক ইমাম নাজ্জামের অনুসরণ করেছে এবং জাহিরি মাজহাবের প্রধান ইমাম দাউদ জাহিরি এ বিষয়ে তাদেরকে অনুসরণ করেছেন। এই কথাগুলো বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র রাহিমাহুল্লাহ।[81] সর্বপ্রথম যে মুতাজিলিদের ইমাম আন-নাজ্জাম কিয়াসকে অস্বীকার করেছে, সেকথা আল্লামা শাওকানিও স্বীকার করেছেন। হয়তো সেজন্যই তিনি পুরোপুরি কিয়াস অস্বীকার করতে পারেননি, বরং বিশেষ ধরনের কিয়াসকে তিনি 'মাফহুমুল মুওয়াফাকাত' মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন; আর 'মাফহুমুল মুওয়াফাকাত' মূলনীতিটি তাঁর কাছে দলিল মানার পর্যায়ভুক্ত ছিল।[82]

মুতাজিলিদের মত অনুসরণ করে পরবর্তীতে যাঁরা কিয়াসের প্রামাণিকতা অস্বীকার করেছেন, তাঁদের ইখতিলাফ গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁদের এই ইখতিলাফ গ্রহণযোগ্য না হওয়ার পেছনে প্রধান দুটি কারণ রয়েছে। যথা : **(১)** তাঁরা মতভেদ করার আগেই কিয়াসের প্রামাণিকতার পক্ষে সালাফদের মধ্যে ইজমা (সকলের মতের সম্মিলন) হয়ে গেছে, আর ইজমা সংঘটিত হওয়ার পরে ইখতিলাফ করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। **(২)** তাঁদের কথার বিপরীতে সুস্পষ্ট দলিলসমগ্র রয়েছে। আর যেই মতকে সুস্পষ্ট দলিলসমগ্র প্রত্যাখ্যান করে দেয়, তা গ্রহণযোগ্য ইখতিলাফের একটি মত হওয়ার যোগ্যতা হারায়।[83]

---

[80] আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী, ***ইসলামী শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা,*** পৃ. ১৩-১৭।

[81] আবু উমার ইউসুফ ইবনু আব্দিল বার্র, ***জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি,*** তাহকিক : আবুল আশবাল আজ-জুহাইরি (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৫৯।

[82] আশ-শাওকানি, ***ইরশাদুল ফুহুল,*** খ. ২, পৃ. ৯৪, ১০৩।

[83] সুলাইমান আর-রুহাইলি, ***শারহু কিতাবিল উসুল মিন ইলমিল উসুল*** (*আদ-দাওরাতুল ইলমিয়্যাতুস সাইফিয়্যাতুত তাসিআ*-র অধীনে প্রদত্ত ব্যাখ্যা), দারস নং : ৯, ৫:৫৭ মিনিট থেকে ৭:৫১ মিনিট পর্যন্ত, দারসের লিংক : https://youtu.be/MWcucvCfxyo?si=kWsnIKabpu31uwEV।

ফিকহের মূলনীতিতে এরকম আরও বেশ কয়েকটি বিষয়ে আহলেহাদিস বিদ্বানদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। আমি মতভেদ তুলে ধরে এটাই বোঝাতে চাইছি যে, 'অগ্রগণ্য মতের' মতো আপেক্ষিক বিষয়কে যারা আহলেহাদিসদের ফিকহ বলে বাকিগুলোকে 'গাইরে আহলেহাদিস' বলে দেয়, এরা চরম ভ্রান্তির মধ্যে আছে। পাশাপাশি, যারা প্রচলিত একটি মতকে আহলেহাদিসদের ফিকহ আখ্যা দিয়ে বাকি মতগুলোর ইলমি প্রচারণা করতে বাধা দেয়, আহলেহাদিস বিদ্বানদেরই মতগুলোকে 'গাইরে আহলেহাদিস' বলে দেয়, এ আলোচনার মাধ্যমে তাদের ভ্রান্তিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এদের দাবি মেনে নিলে খোদ বাঙালি আহলেহাদিস দায়িদের মধ্যেই বিতর্ক হবে এই মর্মে যে, আমার গবেষণায় যেই মত অগ্রাধিকারযোগ্য সেটা আহলেহাদিসদের ফিকহ, অন্যটা নয়। আরেকজন এসে বলবেন, বরং আমার মতটাই আহলেহাদিসদের ফিকহ, অন্যটা নয়! এরকম করতে করতে একজন আরেকজনকে আহলেহাদিসদের থেকে খারিজ করতে থাকবে। নাউজুবিল্লাহ। বাস্তবে, যেসব বিষয়ে আহলেহাদিস ফাকিহদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য মতভেদ হয়েছে, সেসব বিষয়ের প্রত্যেকটা মত আহলেহাদিসদের ফিকহ; তবে কোনো বিষয়ে ইজমা সাব্যস্ত হয়ে গেলে ইজমার বিপরীত মত আহলেহাদিসদের ফিকহ হিসেবে গৃহীত হবে না। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

[৮] সুন্নাহপন্থি উলামাদের মধ্যকার মতভেদপূর্ণ বিষয়ে একজন সাধারণ মুসলিমের কর্তব্য

এই বিষয়টি আমাদের আলোচনার সাথে খুবই প্রাসঙ্গিক। এ বিষয়ে আমরা পাকিস্তানের বিশিষ্ট আহলেহাদিস বিদ্বান শাইখ ইরশাদুল হক আল-আসারি হাফিজাহুল্লাহর একটি অসাধারণ আলোচনার অনুবাদ পেশ করছি। শাইখ আসারি লিখেছেন—

> ফিকহি মাসায়েলে সাহাবি ও তাবেয়িগণ এবং তাঁদের পরবর্তী মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ করেছেন। বিভিন্ন মাসায়েল ও দলিল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তাঁদের ইজতিহাদ (শরয়ি দলিলপ্রমাণ থেকে বিধিবিধান বের করার জন্য কৃত নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা) এবং **শরিয়তের দলিল বোঝার ক্ষেত্রে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক মেধার বিভিন্নতার দরুন** তাঁদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁরা বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হননি এবং এসব মাসায়েলের ভিত্তিতে বিভক্তি ও ফের্কাবন্দিকে উসকে দেননি। তদ্রূপ এসব মতভেদ তাঁদের সংহতিকে দুর্বল করেনি। অন্তরে শস্যদানা পরিমাণ দ্বিধা ও সংশয় ছাড়াই তাঁরা একে ওপরের পেছনে নামাজ পড়তেন। তাঁরা নিজেদের সাথীদেরকে সম্মান করতেন এবং প্রত্যেকেই অন্তরের মধ্যে অপরের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা পোষণ করতেন।
>
> এই তো দুজন আব্দুল্লাহ (সাহাবি); ইবনু উমার এবং ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তাঁদের মতে সফরে কসরের নামাজ পড়া ওয়াজিব ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁরা মিনায় উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে চার রাকাত নামাজ পড়েছেন।[84] শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবি বলেছেন, “সাহাবি, তাবেয়ি ও পরবর্তী বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ (নামাজে) বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়তেন, আবার কেউ কেউ পড়তেন না। তাঁদের কেউ কেউ সরবে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়তেন, আবার কেউ কেউ সরবে পড়তেন না। তাঁদের কেউ কেউ ফজরে কুনুত পড়তেন, আবার কেউ কেউ ফজরে কুনুত পড়তেন না। কেউ কেউ হিজামা (শিঙ্গা লাগানো), নাক থেকে নির্গত রক্ত ও বমির কারণে অজু করতেন, আবার কেউ কেউ এসবের কারণে অজু করতেন না। কেউ কেউ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার ফলে এবং কামোত্তেজনা সহকারে স্ত্রীকে স্পর্শ করার ফলে অজু করতেন, আবার কেউ কেউ এসবের কারণে অজু করতেন না। কেউ কেউ উটের গোশত

[84] সহিহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ২৪৩।

খেয়ে অজু করতেন, আবার কেউ কেউ অজু করতেন না। এ সত্ত্বেও তাঁরা একে অপরের পেছনে নামাজ পড়তেন। যেমন আবু হানিফা, তাঁর ছাত্রবর্গ ও শাফেয়ি রাহিমাহুমুল্লাহ মদিনার মালেকি ইমামগণের পেছনে নামাজ পড়তেন; যদিও মালেকিরা সরবে বা নীরবে কোনোভাবেই নামাজে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়তেন না। আর-রশিদ হিজামা করে নামাজের ইমামতি করেছেন, তবুও ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর পেছনে নামাজ পড়েছেন এবং সেই নামাজ পুনরায় দোহরাননি। ইমাম আহমাদের মতে, নাক থেকে নির্গত রক্ত ও হিজামার কারণে অজু করা আবশ্যক ছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'কোনো ইমামের রক্ত বের হওয়ার পরেও যদি তিনি অজু না করেন, তাহলে আপনি কি তাঁর পেছনে নামাজ পড়বেন?' তিনি বলেছিলেন, 'কীভাবে আমি ইমাম মালিক ও সায়িদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের পেছনে নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকব?'"[85]

বলা অনাবশ্যক যে, সাহাবিগণ, তাবেয়িগণ ও চার ইমাম এসব মাসায়েলে মতভেদ করেছিলেন; তদুপরি তাঁরা নিজেদের মধ্যে ছিলেন একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট। একে অপরের পেছনে তাঁরা নামাজ পড়তেন। মতভেদ নিরসনে তাঁরা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করতেন। আর হাদিস অবগত হলে তাঁরা তাঁদের মত পরিত্যাগ করতেন এবং নিজেদের অবস্থানও পরিবর্তন করতেন। কিতাবসমগ্রে এ বিষয়ে কয়েক দশক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে, এ স্থলে সেসবের বিশদ বিবরণ দেওয়ার সুযোগ নেই। শাইখ ইরশাদুল হক আসারির কথা সমাপ্ত।[86]

একজন সাধারণ মুসলিম হিসেবে আমাদের কর্তব্য হবে আহলুস সুন্নাহ ও আহলেহাদিস ফুকাহাদের মাঝে সংঘটিত মতভেদে সালাফদের মতো আচরণ করা, যেমন আচরণ শাইখ আসারির আলোচনায় ফুটে ওঠেছে। **কেউ বলতে পারেন, তাহলে অনেক মতের মধ্যে সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা কোনটা মানব? এই প্রশ্নের সুন্দর জবাব দিয়েছেন ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেছেন—**

"যখন একজন সাধারণ মানুষ কোনো আলিমকে বা শাইখকে প্রশ্ন করে ফতোয়া নিবে, আবার অন্য একজন শাইখ থেকে এর বিপরীত ফতোয়া শুনবে, তখন সে কার কথা গ্রহণ করবে? এসব ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ পেরেশান হয়ে যায়।

---

[85] ***হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা,*** খ. ১, পৃ. ১৫৯; **আরও দেখুন :** ইবনু কুদামা, ***আল-মুগনি,*** খ. ২, পৃ. ২৭; ***আত-তামহিদ,*** খ. ১১, পৃ. ১৩৯।

[86] ইরশাদুল হক আল-আসারি, ***আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা : আল-আসবাবুল হাকিকিয়্যাতু ওয়াল মুস্তানাআহ*** (গুজরানওয়ালা : উম্মুল কুরা, ১ম প্রকাশ, তারিখ অস্পষ্ট), পৃ. ৬৫-৬৬।

এঁর কথা গ্রহণ করবে, না কি এঁর কথা গ্রহণ করবে? অথচ তার কাছে এমন ক্ষমতাও নেই, যার মাধ্যমে দলিলের আলোকে দুটো মতের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিবে।

তাহলে এই প্রশ্নের জবাবে বলা হবে, আল্লাহ কারও ওপর সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করেন না। (সুরা বাকারা : ২৮৪) তুমি দেখ, বিভিন্ন মতের মধ্যে যে মতের দিকে তোমার অন্তর ধাবিত হচ্ছে, তুমি সে মত অনুসরণ করো। অমুক ব্যক্তি বেশি জ্ঞানী ও পরহেজগার হওয়ার কারণে তোমার অন্তর যদি তাঁর মতের দিকে ধাবিত হয়, তাহলে তুমি সেই মতেরই অনুসরণ করো। দুজন ব্যক্তিই যদি তোমার কাছে (জ্ঞান ও পরহেজগারিতায়) সমান হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে বলা হয়, সতর্কতামূলক দুই মতের মধ্যে কঠিন মতটি গ্রহণ করবে। আবার বলা হয়, বরং দুই মতের মধ্যে সহজ মতটি গ্রহণ করবে। কেননা এটাই শরিয়তের মূলনীতির অধিক নিকটবর্তী। আর একজন ব্যক্তির আসল (মৌলিক অবস্থা) হচ্ছে জিম্মাদারি মুক্ত থাকা। আবার বলা হয়, (এক্ষেত্রে) দুই মতের মধ্যে যেটা খুশি সেটাই গ্রহণ করবে।

তবে (শরিয়তের দলিলের) সবচেয়ে কাছে রয়েছে যেই মত, সেটা হলো—এক্ষেত্রে সে সহজ মতটি গ্রহণ করবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তিনি তোমাদের জন্য কঠিন কামনা করেন না।’ (সুরা বাকারা : ১৮৫) যেহেতু দলিলসমূহ সমমানের। কিংবা দুই মুফতিই প্রশ্নকারীর দৃষ্টিতে একই মানের।”[87]

---

[87] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দার্ব,*** টেপ নং : ৩৫৪, ফতোয়ার লিংক : http://binothaimeen.net/content/12760।

[৯] ইমাম সালিহ আল-ফাওজান কি মূলধারার আহলেহাদিস নন?

সমালোচকদের কেউ কেউ দাবি করেছে, "শাইখ সালিহ আল-ফাওজান আহলেহাদিস হলেও তিনি মূলধারার আহলেহাদিস নন।" তাদের কথা থেকে বোঝা যায়, মাজহাবের সাথে নিজেকে সম্পৃক্তকারী সমুদয় সালাফি বিদ্বানের ক্ষেত্রে তারা একই কথা বলবে। তাই পাঠক মহোদয় আমাদের জবাবকে শাইখ ফাওজান-সহ তাঁর মতো সকল সালাফি বিদ্বানের ডিফেন্স হিসেবে বিবেচনা করবেন। আমরা তাদের এই দাবির জবাব হিসেবে বলতে চাই :

প্রথমত, আহলেহাদিসদের মধ্যে একদল মূলধারার আহলেহাদিস, আবার আরেকদল মূলধারার আহলেহাদিস নয়; এ ধরনের শ্রেণিবিভাগ আমরা মানব না। কারণ 'আহলুল হাদিস' অভিধার প্রচলন শুরু হয়েছে যেই যুগে, অর্থাৎ সালাফদের যুগে, সেই যুগ থেকে শুরু করে মুতাকাদ্দিমিন বিদ্বানদের কারও থেকে এ ধরনের শ্রেণিবিভাগ পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতেও কোনো আহলেহাদিস আলিম এ ধরনের ভাগ করেছেন বলে আমরা অবগত হতে পারিনি। সুতরাং ইলমি আলোচনায় আম জনসাধারণের এসব দাবির কোনো মূল্য নেই।

দ্বিতীয়ত, কারা মূলধারার আহলেহাদিস, আর কারা নন, সেটা কীসের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে? এটার মানদণ্ড কী? সমালোচকরা বলতে পারে এমন সম্ভাব্য কয়েকটি মানদণ্ড নিয়ে কথা বলছি আমরা।

(১) সমালোচকরা বলতে পারে, যারা মাজহাবের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন নিজেদেরকে, তাঁরা মূলধারার আহলেহাদিস নন, পক্ষান্তরে যারা মাজহাবের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেননি, তাঁরা হলেন মূলধারার আহলেহাদিস। **জবাবে বলব,** আহলেহাদিসদের পরিচয় নিয়ে যেসব বিদ্বান আলোচনা করেছেন, তাঁরা এই 'ভাগকরণ' উল্লেখ করেননি। বরং তাঁদের সাধারণ ও ব্যাপকার্থবোধক কথা অনুযায়ী যাঁরা আহলেহাদিস, তাঁরা প্রত্যেকেই আহলেহাদিস। তাঁদের কাউকে কাউকে *'মূলধারার আহলেহাদিস না'* বলে মান ক্ষুণ্ণ করার এবং তাঁদের মর্যাদাকে খাটো করে দেখানোর কোনো অধিকার নেই একজন লেইম্যানের। তর্কের খাতিরে মূলধারা যদি যাচাই করতেই হয়, তাহলে যাচাই করতে হবে সালাফদের আদর্শ দিয়ে। কারণ প্রত্যেক সালাফির কাছে সালাফদের আদর্শ হলো কষ্টিপাথর। যেসব বিদ্বান ফিকহের ক্ষেত্রে সালাফদের আদর্শ অনুসরণ করেছেন, তারাই হবেন মূলধারার আহলেহাদিস। সেক্ষেত্রে সমালোচকরা প্রমাণ করে দেখাক, ইমাম ফাওজান ও তাঁর সমমনা উলামাদের মধ্যে কারা কারা সালাফদের

আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। দলিলপ্রমাণ ছাড়া একজন আম্মি লেইম্যানের কথার কী মূল্য থাকতে পারে?!

সমালোচকরা এক্ষেত্রে আপত্তি পেশ করতে পারে, সালাফদের কেউ মাজহাবের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত না করার পরেও পরবর্তী কেউ এই কাজ করলে কেন মূলধারা থেকে খারিজ হয়ে মাজহাবি ধারা হবে না? আমরা এই আপত্তির জবাবে বলব, মূলধারা থেকে খারিজ করার এই কাজটি ইতঃপূর্বে কোনো গ্রহণযোগ্য আলিম করেননি। আর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ—শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার ভাষ্য মোতাবেক যিনি সালাফদের একজন—তাঁর ছাত্র মাইমুনি রাহিমাহুল্লাহকে নসিহত করে বলেছিলেন,

إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها إمام.

“তুমি (দিনের বিষয়ে) এমন কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাক, যে ব্যাপারে তোমার কোনো ইমাম নেই।”[88]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.

“প্রত্যেক যে মতের ব্যাপারে পরবর্তীতে আগমনকারী ব্যক্তি পূর্ববর্তীদের থেকে একাকী হয়ে যায়, যে মত তার পূর্বে আর কেউ ব্যক্ত করেনি, তাহলেই সেই মতটি ভুল (প্রমাণিত) হয়। যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেছেন, ‘ওই মাসআলার ব্যাপারে কথা বলা থেকে বিরত থাক, যে ব্যাপারে তোমার কোনো (অগ্রবর্তী) ইমাম নেই’।”[89]

এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ ফিকহি মাজহাবগুলোর ফতোয়া ও মূলনীতিসমগ্রের সংকলন সালাফদের যুগে শেষ হয়নি, বরং সালাফদের যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরে পুরোপুরি এগুলোর সংকলন শেষ হয়। সংকলন শেষ হওয়ার পরে একেক ইমামের ফতোয়াসমগ্র তাঁর নামে প্রসার লাভ করে। সালাফদের যুগে এই নামকরণের প্রয়োজন ছিল না, কারণ সে যুগে সংকলন সমাপ্ত হয়নি। পরবর্তীতে সংকলন শেষ হয়েছে এবং পরিচয় দেওয়ার জন্য নামকরণের প্রয়োজন হয়েছে যে— এই ফিকহ ইমাম আহমাদের, এই ফিকহ ইমাম

---

[88] আবু আব্দুল্লাহ হাসান বিন হামিদ আল-হাম্বালি, ***তাহজিবুল আজউয়িবা,*** তাহকিক : আস-সাইয়্যিদ সুবহি আস-সামুরায়ি (আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৭।

[89] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ২১, পৃ. ২৯১।

শাফেয়ির, এই ফিকহ ইমাম মালিকের, আর এই ফিকহ ইমামু আহলির রায় আবু হানিফার। তাই এ বিষয়ে তাঁরা সালাফগণের বিরোধিতা করেছেন, এমনটি বলার কোনো সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে সমালোচকদের দাবি অনুযায়ী মাজহাবের ভিত্তিতে *'মূলধারার আহলেহাদিস'* আর *'মূলধারার না'* বলা যদি সিদ্ধ হয়ে থাকে, তাঁহলে আহলেহাদিসদের ফিকহি মাজহাবগুলোর সংকলকবৃন্দ ও পরবর্তী ফুকাহাদের *'মাজহাবের পরিচয়ে পরিচয় দেওয়া'*-ও সিদ্ধ এবং সালাফদের পরিপন্থি কোনো কাজ নয় বলেই বিবেচিত হবে!

(২) সমালোচকরা বলতে পারে, যেসব বিদ্বান *'দলিল জানতে অসমর্থ'* এমন মানুষদেরকে নির্ভরযোগ্য উলামাদের তাকলিদ করার অনুমোদন দিয়েছেন, তাঁরা মূলধারার আহলেহাদিস নন। পক্ষান্তরে যাঁরা অনুমোদন দেননি, তাঁরা হলেন মূলধারার আহলেহাদিস। একথার জবাব দেওয়ার আগে তাকলিদ বলতে আমরা কী বোঝাতে চাইছি, তা বলে নিই। কোনো নির্ভরযোগ্য আলিমের দলিল না জেনে তাঁর ফতোয়া অনুসরণ করাকে তাকলিদ বলে; *'তাকলিদ'* বলতে আমরা এটা বোঝাচ্ছি না যে, আলিমের কোনো দলিল নেই কিংবা তাঁর দলিল অশুদ্ধ জানার পরেও তাঁর কথা অনুসরণ করে যাওয়া।[90] তো উল্লিখিত তাকলিদের অনুমোদনদাতা বিদ্বানদেরকে মূলধারার আহলেহাদিসদের থেকে বের করে দেওয়ার জবাব হিসেবে আমরা বলব, *'নিজে নিজে দলিল জানতে কিংবা দলিল থেকে বিধান বের করতে অপারগ সাধারণ মানুষ কোনোভাবেই নির্ভরযোগ্য উলামাদের তাকলিদ করতে পারবে না'* — এমন কথা সালাফদের আদর্শ নয়। বরং এ ধরনের কথা মুতাজিলিদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটা আমার দাবি নয়। ইমাম খতিব বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) এই কথা জানিয়েছেন; যাঁর সংকলিত বিখ্যাত কিতাব *'শারাফু আসহাবিল হাদিস'* থেকে আহলেহাদিস দায়ি ও বিদ্বানগণ হরদম আহলেহাদিসদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে থাকেন। খতিব বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন,

عن عطاء، عن ابن عباس: أن رجلا، أصابه جرح في عهد رسول الله ﷺ يعني: فاحتلم فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: «قتلوه قتلهم الله، إن شفاء العي السؤال» قال عطاء: فبلغنا أن النبي ﷺ سئل بعد ذلك، فقال : «لو غسل جسده، وترك رأسه حيث أصابه يعني: الجرح» ولأنه ليس من أهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد، كتقليد الأعمى في القبلة، فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة، كان عليه تقليد

---

[90] মুওয়াফফাকুদ্দিন আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনু কুদামা, ***রওদাতুন নাজির ওয়া জুন্নাতুল মুনাজির ফি উসুলিল ফিকহ,*** পরিশীলন : শাবান মুহাম্মাদ ইসমায়িল (মুআসসাসাতুর রাইয়্যান, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৮১; আবু বাকার আহমাদ বিন আলি আল-খতিব আল-বাগদাদি, ***আল-ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ,*** তাহকিক : আদিল বিন ইউসুফ আল-গারাজি (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ২য় প্রকাশ, ১৪২১ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৭৭।

البصير فيها **وحكي عن بعض المعتزلة، أنه قال: لا يجوز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم، وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يعرفه طريق الحكم، فإذا عرفه وقف عليه وعمل به وهذا غلط،** لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك، إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة، ويخالط الفقهاء المدة الطويلة، ويتحقق طرق القياس، ويعلم ما يصححه ويفسده وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة، وفي تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يطيقونه، ولا سبيل لهم إليه.

"আতা বিন আবু রাবাহ কর্তৃক বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জনৈক ব্যক্তি মাথায় আঘাত পেয়েছিল। তাঁর স্বপ্নদোষ হলে (তিনি অন্য সাহাবিদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে) তাঁকে গোসল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে তিনি গোসল করেন এবং মারা যান। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন, 'ওরা (ফতোয়াদাতারা) তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করুন। নিশ্চয় অজ্ঞতার প্রতিষেধক হলো জিজ্ঞেস করা।' আতা বলেন, আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরবর্তীতে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'সে নিজের শরীর ধৌত করে মাথা বাদ রাখতে পারত, যেখানে আঘাত লেগেছিল।' যেহেতু সেই সাহাবি ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না, সেহেতু তাঁর জন্য তাকলিদ আবশ্যক ছিল; যেমনভাবে একজন অন্ধ ব্যক্তি কিবলা চেনার ক্ষেত্রে তাকলিদ করে। কেননা তার সাথে যেহেতু কিবলা চেনার যন্ত্র নেই, সেহেতু তার প্রয়োজন চক্ষুষ্মান কারও তাকলিদ করা। **কিন্তু কতিপয় মুতাজিলি থেকে বর্ণিত হয়েছে, তারা বলেছে, 'কোনো আলিমের কথা শুনে আমল করা একজন সাধারণ মানুষের জন্য বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে উক্ত বিধানের কারণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করছে। যদি সে কোনো আলিমকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে এটাই জিজ্ঞেস করবে, যেন তিনি তাকে বিধান জানার পথ বাতলে দেন। তিনি পথ বাতলে দিলে সে (ফতোয়াপ্রার্থী) নিজে সেই বিধান সম্পর্কে অবগত হয়ে তারপর আমল করবে।' তাদের এই কথা ভ্রমাত্মক।** কেননা এই পর্যায়ের জ্ঞান হাসিল করার কোনো উপায় একজন সাধারণ মানুষের থাকে না; যতক্ষণ না তিনি অনেক বছর ধরে দিনের জ্ঞান হাসিল করছেন, দীর্ঘ সময়কাল ধরে ফাকিহগণের সাথে ওঠাবসা করছেন, কিয়াসের পদ্ধতিগুলো শিখছেন, কোন জিনিসগুলো কিয়াসকে শুদ্ধ করে, আর কোন জিনিসগুলো বাতিল করে তা জেনে নিচ্ছেন এবং কোন দলিলকে কোন দলিলের ওপর প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক তা জেনে নিচ্ছেন (ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ওই পর্যায়ে যেতে পারেন না)। সাধারণ মানুষের ওপর এসব শেখার দায়িত্বভার চাপানো মূলত তাদেরকে

এমন দায়িত্বভার দেওয়ার শামিল, যা তারা বহন করতে সক্ষম নয় এবং সেই দায়িত্ব পালনের মতো কোনো উপায়ও তাদের নেই।”[91]

বিখ্যাত উসুলবিদ বাদরুদ্দিন আজ-জারকাশি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯৪ হি.) বলেছেন,

الثاني: الشرعي: وهو المتعلق بالفروع والمذاهب فيه ثلاثة: فرقة أوجبت التقليد وفرقة حرمته وفرقة توسطت. [الأول] **فذهب بعض المعتزلة إلى تحريم التقليد مطلقا، كالتقليد في الأصول، ووافقهم ابن حزم**، وكاد يدعي الإجماع على النهي عن التقليد. ... والثاني يجب مطلقا، ويحرم النظر، ونسب إلى بعض الحشوية. والثالث: وهو الحق، وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم يجب على العامي، ويحرم على المجتهد.

“দ্বিতীয়ত, শরয়ি তাকলিদ : এই তাকলিদ দিনের শাখাগত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। এই তাকলিদের ক্ষেত্রে তিনটি মত রয়েছে। একদল তাকলিদকে আবশ্যক করেছে, আরেকদল হারাম করেছে, আরেকদল মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। প্রথম মত : **কতিপয় মুতাজিলা এই মত পোষণ করেছে যে, দিনের মৌলিক বিষয়ের মতো শাখাগত বিষয়েও তাকলিদ করা বিলকুল হারাম। তাদের সাথে একমত পোষণ করেছেন ইবনু হাজম।** এমনকি তাকলিদের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে তিনি ইজমা দাবি করার উপক্রম হয়েছেন।... দ্বিতীয় মত : তাকলিদ করা নিঃশর্তভাবে ওয়াজিব, গবেষণা করা হারাম। এই মত কতিপয় *‘হাশাবি’* তথা অজ্ঞ লোকের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। তৃতীয় মত : এই মতটিই হক। চার ইমাম ও অন্য বিদ্বানগণ এ মত পোষণ করতেন। আর তা হলো— তাকলিদ করা সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যক, কিন্তু ইজতিহাদের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য হারাম।”[92]

ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

ولم يخالف في جواز التقليد للعامي إلا بعض القدرية.

“আম্মি তথা সাধারণ মানুষের জন্য যে তাকলিদ বৈধ, সে বিষয়ে কাদারিয়া ফের্কার কতিপয় লোক ছাড়া অন্য কেউ মতভেদ করেনি।”[93] জ্ঞাতব্য যে, ইমাম শানকিতির বক্তব্যে কাদারিয়া ফের্কা মানে মুতাজিলা ফের্কা; কেননা মুতাজিলিদেরকে *‘কাদারিয়া’* বলে অভিহিত করা হয়।[94]

---

[91] আলি আল-খতিব আল-বাগদাদি, ***আল-ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ,*** খ. ২, পৃ. ১৩৩।

[92] আবু আব্দুল্লাহ বাদরুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আজ-জারকাশি, ***আল-বাহরুল মুহিত ফি উসুলিল ফিকহ*** (জর্ডান : দারুল কুতবি, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৩২৭।

[93] মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি, ***মুজাক্কিরা ফি উসুলিল ফিকহ আলা রওদাতিন নাজির*** (মদিনা : মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ৫ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৩৭৩-৩৭৪।

[94] আশ-শাহরাস্তানি, ***আল-মিলাল ওয়ান নিহাল,*** খ. ১, পৃ. ৪৩।

পক্ষান্তরে মুতাজিলিদের বিপরীতে সালাফগণ দলিল উল্লেখ না করে ফতোয়া দিয়েছেন, এমন অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি।

১. বর্ণিত হয়েছে,

عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كنا نسأل أنسًا هل على النساء أذان و إقامة قال: لا، و إن فعلن فهو ذكر.

মুতামার বিন সুলাইমান তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি (পিতা সুলাইমান) বলেছেন, "আমরা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মহিলাদের ওপর কি আজান ও ইকামত আছে?' তিনি বলেছেন, 'নেই। তবে তারা যদি তা করে, তাহলে সেটা জিকির হিসেবে বিবেচিত হবে।'"[95]

২. বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: بعثت جملي فبال فأصابني بوله؟ قال اغسله. قلت: إنما كان انتضح كذا وكذا - يعني: يقلله، قال اغسله.

আবু মিজলাজ বলেন, আমি ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বললাম (জিজ্ঞেস করলাম), 'আমি আমার উটকে জাগ্রত করেছি, আর সে পেশাব করে দিয়েছে, ফলে তার পেশাব আমার গায়ে লেগেছে।' তিনি বললেন, 'তুমি (গায়ে লাগা) পেশাব ধুয়ে ফেল।' আমি বললাম, 'কেবল অমুক অমুক জায়গায় পেশাবের ছিটা লেগেছে।' অর্থাৎ পেশাব খুব সামান্য লেগেছে সেটা বোঝাচ্ছিলেন তিনি। তখন ইবনু উমার বললেন, 'তুমি পেশাব ধুয়ে ফেল।'[96]

৩. বর্ণিত হয়েছে,

عن القاسم، أن عائشة: «سئلت عن الجنب، يعرق في الثوب أينجسه ذلك؟ قالت: لا».

আল-কাসিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এমন অপবিত্র ব্যক্তি সম্পর্কে, যে তার পোশাকে ঘর্মাক্ত হয়; তার ঘাম কি সেই পোশাককে অপবিত্র করে ফেলবে? তিনি জবাবে বলেছেন, 'না।'[97]

---

[95] মুসান্নাফ ইবনি আবি শাইবা, হা. ২৩৩৭, বর্ণনার মান : সহিহ (তাহকিক : সাদ আশ-শাসরি)।

[96] মুসান্নাফ ইবনি আবি শাইবা, হা. ১২৫০, বর্ণনার মান : সহিহ (তাহকিক : সাদ আশ-শাসরি)।

[97] ইবনুল মুনজির, ***আল-আওসাত ফিস সুনানি ওয়াল ইজমায়ি ওয়াল ইখতিলাফ,*** হা. ৭৫০, বর্ণনার মান : সহিহ (তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন মুবারক হাকিমি ও জাকারিয়া বিন গুলাম কাদির পাকিস্তানি)।

৪. বর্ণিত হয়েছে,

عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الله أنه سئل عن مس الذكر؟ فقال: لا بأس به.

আব্দুর রহমান বিন আলকামা থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে (সাইয়্যিদুনা ইবনু মাসউদকে) পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'এতে কোনো সমস্যা নেই।'[98]

আমি স্রেফ নমুনা হিসেবে এই কয়েকটি বর্ণনা দিলাম। অন্যথায় আমি এমন অসংখ্য বর্ণনা আনতে পারব ইনশাআল্লাহ, যেখানে সাহাবিগণ দলিল উল্লেখ না করে ফতোয়া দিয়েছেন। আর বলা বাহুল্য, ফতোয়াপ্রার্থীগণ দলিল না জেনেই এবং দলিল সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করেই সেসব ফতোয়া নিয়ে চলে গেছেন। এজন্য ইমাম ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬২০ হি.) বলেছেন,

وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا. وهو باطل بإجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يفتون العامة، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم.

"কাদারিয়া (মুতাজিলা) সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তির মতে, আম জনসাধারণের জন্যও দিনের শাখাগত বিষয়গুলোতে দলিল সম্পর্কে জানা ও বোঝা আবশ্যক। **তাদের এই মতাদর্শ সাহাবিদের ইজমার (সর্ববাদিসম্মত অভিমতের) ভিত্তিতে বাতিল।** কেননা তাঁরা আম জনসাধারণকে ফতোয়া দিতেন, তাদেরকে ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছার নির্দেশ দিতেন না। আর এটা তাঁদের মধ্যকার উলামা ও জনসাধারণের কাছ থেকে মুতাওয়াতির (বিপুলসংখ্যক বর্ণনার) সূত্রে বিদিত হয়েছে এবং জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয় হিসেবে জানা গেছে।"[99]

তাহলে যেই মত সাহাবিগণের আদর্শের বিপরীতে মুতাজিলিদের কাছ থেকে এসেছে, সেই মত অবলম্বন করে কীভাবে মূলধারার আহলেহাদিস নির্ণয় করা যেতে পারে? বাস্তবেই বিষয়টি অদ্ভুত নয় কি? এমনকি আহলুস সুন্নাহ হিসেবে পরিচিত যাঁরা তাকলিদের ব্যাপারে এমন অবস্থান নিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই কিয়াসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর আমরা ইতঃপূর্বে দেখিয়েছি, কিয়াস অস্বীকারের সূচনা সর্বপ্রথম মুতাজিলি

---

[98] মুসান্নাফ ইবনি আবি শাইবা, হা. ১৭৬৮, বর্ণনার মান : হাসান (তাহকিক : সাদ আশ-শাসরি)।

[99] ইবনু কুদামা, ***রওদাতুন নাজির,*** খ. ২, পৃ. ৩৮২-৩৮৩।

পণ্ডিতদের থেকে এসেছে। এখন ইনসাফের সাথে বলুন, যাঁদের উসুল মুতাজিলিদের উদ্ভাবিত নীতির সাথে না মিলে সালাফদের উসুলের সাথে মিলে, তাঁরা মূলধারার আহলেহাদিস হওয়ার বেশি হকদার, না মুতাজিলিদের উসুলের সাথে মিলে যাওয়া বিদ্বানরা বেশি হকদার?

পরন্তু আমরা যদি আলোচ্য তাকলিদের বিধানকে মূলধারা নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসেবে মেনে নিই, তাহলে অসংখ্য আহলেহাদিস বিদ্বান মূলধারার কাতার থেকে বাদ পড়ে যাবেন, যাঁরা আমাদের দেশে আহলেহাদিসদের বিখ্যাত বিখ্যাত বিদ্বান হিসেবে পরিচিত। যেমন ইমাম খতিব বাগদাদি,[100] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া,[101] ইমাম আলবানি,[102] আল্লামা ওয়াসিউল্লাহ আব্বাস,[103] শাইখ জাকারিয়া বিন গুলাম কাদির পাকিস্তানি[104] [105] প্রমুখ; তাঁরা-সহ আরও অনেকেই সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনে তাকলিদের অনুমোদন দিয়েছেন। বাঙালি দায়িদের মধ্যে উস্তাজ আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী-সহ আরও অনেকেই প্রয়োজনে তাকলিদ করার অনুমোদন দিয়েছেন।[106]

এ আলোচনা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, ইমাম সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ আহলেহাদিসদেরই একজন বিশিষ্ট ফাকিহ। তিনি *‘ফিকহে আহলেহাদিস নন’* এ কথার যেমন ভিত্তি নেই, তেমনি তিনি *‘মূলধারার আহলেহাদিস নন’* এ কথারও কোনো ভিত্তি নেই। তাই পাঠক মহোদয়কে বলব, এসব সমালোচকের কথা শুনে বিভ্রান্ত হবেন না আপনারা। বরং আগে যেভাবে আহলেহাদিস সালাফি ফাকিহদের থেকে উপকৃত হয়েছেন, সেভাবেই উপকৃত হতে থাকবেন, বরং আরও প্রচেষ্টা ও ইখলাসের সাথে তাঁদের

---

[100] আল-খতিব আল-বাগদাদি, ***আল-ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ,*** খ. ২, পৃ. ১২৮-১৩৩।

[101] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ২০, পৃ. ২০৪।

[102] আল-আলবানি, ***সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নুর,*** টেপ নং : ৩৪০।

[103] মুহাম্মাদ ওয়াসিউল্লাহ আব্বাস, ***আত-তাকলিদ ওয়া হুকমুহু ফি দওইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি ওয়াল আসারিস সালাফিয়্যা*** (কায়রো : দারুল ইস্তিক্বামাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩৮-৪৩।

[104] যাঁর লেখা উসুলুল ফিকহের কিতাব “তাওদ্বীহু উছূলিল ফিক্বহ আলা মানহাজি আহলিল হাদীছ” নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছে মাকতাবাতুস সুন্নাহ।

[105] জাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-বাকিস্তানি, ***মিন উসুলিল ফিকহি আলা মানহাজি আহলিল হাদিস*** (দারুল খারাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৭৭-১৭৮।

[106] আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী, ***ইসলামী শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা,*** পৃ. ৬৯।

থেকে ফিকহের ইলম নিয়ে সমৃদ্ধ হবেন। আর সমালোচকদের বোধদয়ের জন্য হায়া-শরমের আখলাক বিষয়ে আমি সালাফদের একটি বর্ণনা উল্লেখ করছি।

তাবে তাবেয়ি ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

«إذا رأيتَ الشاب يتكلَّم عند المشايخ، وإن كان قد بلغ من العلم مبلغًا، فآيِسْ من خيره، فإنه قليل الحياء».

“তুমি যখন কোনো যুবককে দেখবে, সে মাশায়েখদের নিকটে (বিনা অনুমতিতে) কথাবার্তা বলে, সে যদি ইলমের একটা পর্যায়ে পৌঁছেও যায়, তবুও তুমি তার কল্যাণের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যেও। কেননা তার লজ্জাশরম কম।”[107] বিনা অনুমতিতে উলামাদের কাছে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলা ব্যক্তির ব্যাপারেই যদি সালাফগণ এমন কথা বলেন, তাহলে তাঁরা ওদেরকে দেখলে কী বলতেন, যারা লেইম্যান হয়ে উলামাদের ওপর জবানদরাজি করে, *‘আহলেহাদিস নন’* বলে তাঁদের মানহানি করে এবং তাঁদের ইলমের প্রতি মুসলিম জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করে দিতে সচেষ্ট হয়?! আল্লাহ আমাদেরকে উপযুক্ত হায়া-শরম বেশি করে দিন, উলামাদেরকে যথোপযুক্ত সম্মান করার তৌফিক দিন এবং শরিয়ত নিয়ে কথা বলার সময় চিন্তাফিকির করে আদবের সাথে কথা বলার তৌফিক দিন। আমিন।

সমাপ্ত, আলহামদুলিল্লাহ।

দয়াময় আল্লাহর তৌফিকে ৯ই শাবান ১৪৪৫ হিজরি মোতাবেক ২০ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ মঙ্গলবার বিকেলে এই প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করেছি এবং বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে ১৬ই শাবান ১৪৪৫ হিজরি মোতাবেক ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সোমবার রাতে লেখা সমাপ্ত করেছি।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ.

---

[107] আবু বকর আহমাদ বিন হুসাইন আল-বাইহাকি, ***আল-মাদখাল ইলা ইলমিস সুনান,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আওয়ামা (কায়রো : দারুল ইউসর, বৈরুত : দারুল মিনহাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৭ হি./২০১৭ খ্রি.), বর্ণনা নং : ১৭৭৭, খ. ২, পৃ. ৮১৩।